CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-36 ■ 10 November, 2025 ■ আগরতলা ১০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৩ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ঢাকা থেকে ভারতের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা

গুজরাট থেকে ৩ আইএসআইএস সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার, হামলার পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি / আমেদাবাদ, ৯ নভেম্বর।। ভারতের বিরুদ্ধে নতুন সাযিশে মগ্ন লস্কর-এ-তৈয়বা প্রধান হাফিজ সাঈদ, পাকিস্তানে তার পক্ষে অপরাধমূলক কার্যক্রম চালানোর পর, এবার বাঙলাদেশের মাধ্যমে ভারতকে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি জানিয়েছে, এই সাযিশের নতুন বইয়ের প্রতিটি পাতার তথ্য তারা হাতে পেয়েছে, যা পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে ভণ্ডুল করতে সাহায্য করবে। লস্কর-এ-তৈয়বা কমান্ডার সায়ফুল্লাহ সায়েফ ৩০ অক্টোবর পাকিস্তানের খায়রপুর তাম্বেওয়ালি র‍্যালিতে একটি ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, 'হাফিজ সাঈদ চুপচাপ বসে নেই, সে এখন বাংলাদেশ পথ দিয়ে ভারতকে আক্রমণ করানোর মিশনে রয়েছেন।' সায়েফ আরও দাবি করেছেন, 'লস্কর-এ-তৈয়বা বাংলাদেশকে ভারত বিরুদ্ধে

হামলার জন্য একটি লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করবে।'

হাফিজ সাঈদকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে, যেখানে তিনি ঐ দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান মোহাম্মদ ইউনুসের সহায়তায় নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছেন। এই পরিকল্পনায়, সাঈদ এবং তার সহযোগীরা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতকে আক্রমণের জন্য কট্টরপন্থী গোষ্ঠী তৈরি করতে কাজ করছেন। ভারতের সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এই নতুন হুমকিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে বাঙলাদেশ-ভারত সীমান্তে সতর্কতা জোরদার করেছে। এছাড়াও, সাঈদের পাকিস্তানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের পরও তার মুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনা ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে নতুন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, এবং ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তার সমস্ত কৌশল ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

এদিকে, গুজরাট অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড রবিবার আহমেদাবাদ থেকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিহার বিধানসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন

প্রচারে ঝড়, ভোট ১১ নভেম্বর

পাটনা, ৯ নভেম্বর।। বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এখন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় দফার প্রচার রোববার সন্ধে ৬টা পর্যন্ত চলবে। এই দিনটি নির্বাচন প্রচারের শেষ দিন, এবং এই দিনেই বিজেপি এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা কর্মীরা বড় বড় জনসভায় অংশ নেবেন। কেন্দ্রীয় গৃহ ও সহকারী মন্ত্রী অমিত শাহ আজ বিহারে শেষ মুহূর্তে প্রচারের অংশ হিসেবে দুটি জনসভা করবেন। প্রথম জনসভা সাসারাম শহরের ফজলগঞ্জ স্টেডিয়াম ময়দানে দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় জনসভা আরবল জেলার মধুসরমা মেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। অমিত শাহ এনডিএর পক্ষে জনসভাগুলি করবেন। অপরদিকে, লোকসভার নেতা প্রতিপক্ষ রাহুল গান্ধী আজ বিহারের কিশনগঞ্জে এক জনসভা করবেন। বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এখন তার নির্ধারক পর্যায়ে পৌঁছেছে; দ্বিতীয় এবং শেষ দফার প্রচার আজ সন্ধে ৬টায় শেষ হবে। এরপর রাজনৈতিক দলগুলো ১১ নভেম্বরের ভোটের দিকে তাদের নজর কেন্দ্রীভূত করবে, যেদিন ২০ জেলার ভোটাররা রাজ্যের পরবর্তী সরকার নির্ধারণ করবেন। বিহার বিধানসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ১২২টি আসনে ভোট হবে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, মোট ১,৩০২ প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন, যার মধ্যে ১,১৬৫ জন পুরুষ, ১৩৬ জন নারী এবং ১ জন তৃতীয় লিঙ্গ প্রার্থী আছেন। এই দফায় ৩.৭ কোটি ভোটার ভোট দেওয়ার যোগ্য, যার মধ্যে ১.৯৫ কোটি পুরুষ এবং ১.৭৪ কোটি নারী ভোটার রয়েছেন। ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটে নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৬৫.০৮ শতাংশ ভোট পড়েছে, যেখানে সমস্তীপুরে সর্বোচ্চ ৭১.৭৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে, পাটনায় ভোটের হার ছিল সবচেয়ে কম, ৫৯.০২ শতাংশ। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি ও জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং রাজদ ও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন নিজেদের প্রার্থীদের পক্ষে শেষ মুহূর্তের ভোট আহ্বান করছে। বিজেপি, প্রথম দফায় উচ্চ ভোটের হারকে "সরকারপন্থী" এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের শাসনে মানুষের বিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। আজ নির্বাচন প্রচারের শেষ দিন। আগামী ১১ নভেম্বর বিহারের ভোটাররা ১২২টি আসনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন র‍্যালি করেছেন, এবং অমিত শাহ শুক্রবার তিনটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত করে এনডিএর শেষ মুহূর্তের প্রচার করেছে।

কংগ্রেসের বৈঠক

সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালীর উপর জোর আশীষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাজ্যের ৯ বনমালীপুর বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস সংগঠনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস

কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। বৈঠকে অংশ নেন ৯ বনমালীপুর ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বৃন্দসহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রতিনিধিরা।বৈঠকে মূলত ব্লকস্তরে কংগ্রেস সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি জানান, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংগঠনকে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়ে তুলতে হবে, যার মধ্যে প্রত্যেক বুথে বুথ কমিটি গঠন ও বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আশিস সাহা বলেন, "সংগঠনকে মজবুত না করলে জনগণের স্বার্থে কার্যকর আন্দোলন সম্ভব নয়। প্রতিটি স্তরে সক্রিয় নেতৃত্ব তৈরি করাই এখন মূল লক্ষ্য।"এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা-কে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, "সম্প্রতি বন্দে মাতরম সংগীতকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের পদমর্য্যাদাকে কলঙ্কিত করেছেন। একইভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারকে কলঙ্কিত করেছেন।"বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দও দলের সাংগঠনিক পুনর্গঠনের পক্ষে একমত হন এবং আগামী দিনে মাঠপর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

নেপাল থেকে নিখোঁজ ছাত্রীকে সাব্রুমে ফিরিয়ে আনল পুলিশ

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। *দীর্ঘ ২১ দিন পর অবশেষে খোঁজ মিলল সাব্রুমের নিখোঁজ স্কুলছাত্রীর। গত ১৯ অক্টোবর সাব্রুম শহরের কালিপদ ব্যানার্জি লেন এলাকার এক নাবালিকা স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে তাকে নেপাল থেকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।*

রবিবার দুপুরে সাব্রুম থানায় মেয়েটিকে আনা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত একজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

অবশেষে মেয়েটি সুস্থ অবস্থায় উদ্ধারের পর পরিবারের পক্ষ থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা হয়েছে। এদিকে, সাব্রুম থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত এখনো চলছে।

গাড়ি দুর্ঘটনা

রক্ষা পেলেন প্রাক্তন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। জম্পুইজলার জগাইবাড়ি এলাকায় আজ সকালে প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া এবং প্রাক্তন এমডিসি রমেন দেববর্মাকে বহনকারী গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়ে উল্টে যায়। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পান তারা দুজনই।

জানা যায়, প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন এমডিসি জম্পুইজলায় একটি বৈঠক শেষে টাকারজলা হয়ে বিশ্রামগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে জগাইবাড়ি এলাকায় হঠাৎই একটি অটোকে জায়গা দিতে গিয়ে চালক দ্রুত গাড়িটি রাস্তার ধারে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কমিশন বাণিজ্যে রাজ্যে শ্রমিকদের অধিকার বিপন্ন ঃ সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ নভেম্বর।। আসন্ন সিআইটিইউ-র ১৬তম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে ধর্মনগর শহরের পুরাতন মায়া সিনেমা হলের সামনে এক বিশাল প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলায় ১০ নভেম্বরের প্রকাশ্য সমাবেশকে সফল করতে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সহ-সভাপতি অমিতাভ দত্ত, সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমার সম্পাদক রতন রায়, সিপিআইএম উত্তর জেলার সভাপতি অভিজিত দে সহ একাধিক নেতৃত্ব।

সভায় রাজ্যের বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান অমিতাভ দত্ত। তিনি অভিযোগ করেন, ''রাজ্যের বর্তমান সরকার শ্রমিকস্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। কর্মসংস্থান নেই, মজুরি বৃদ্ধি নেই, সরকারি প্রকল্পে চলছে লুটপাট।''তিনি আরও বলেন, ''ধর্মনগরের কিছু স্বার্থান্বেষী নেতা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় থেকে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। শহরের বহু দোকান ও রেস্তোরাঁ আজ বন্ধ অবস্থায়। এইসব নেতাদের কারণে ধর্মনগরের মানুষ অতিষ্ঠ।'' অমিতাভ দত্তর জোরালো বক্তব্যে সভাস্থলে উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

তিনি শ্রমজীবী মানুষদের রাজ্য সম্মেলন ও আগরতলার প্রকাশ্য সমাবেশকে ঐতিহাসিকভাবে সফল করার আহ্বান জানান।ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের ধর্মনগর পূর্ব জোন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভার সভাপতিত্ব করেন দীপ্তি দে। সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য ও সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে এবং সিআইটিইউ ধর্মনগর মহকুমা সভাপতি নিরঞ্জন নাথ প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, "মানুষের রক্তঝরা আর্তনাদ সারা রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই সময় ঘরে বসে থাকার নয়, শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের ডাক দিতে হবে।" তারা অভিযোগ করেন, রাজ্যের বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের একাধিক মন্ত্রী কমিশন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন ঃ দলকে শক্তিশালী করার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / শান্তিরবাজার, ৯ নভেম্বর।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতেই রবিবার আগরতলার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক দিকগুলি আরও মজবুত করতে আলোচনা হয়েছে। মূলত সংগঠনকে শক্তিশালী করতেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। তাই এই বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, আসন্ন ২০২৬ সালের এডিসি নির্বাচন ও ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরার ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে রবিবার এক যুব জমায়েতের আয়োজন করা হয়। লক্ষীছড়া ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রথমবার আদালতের নির্দেশে বিনষ্ট ৪১০টি বিকট শব্দযুক্ত সাইলেন্সার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাজ্যে এই প্রথমবার আদালতের নির্দেশে বিকট শব্দযুক্ত মোটরবাইকের ৪১০টি সাইলেন্সার প্রকাশ্যে বিনষ্ট করা হয়েছে। রবিবার রাজধানীর এমবিবি কলেজ মাঠ সংলগ্ন এলাকায় জেলা ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের উপর হামলা অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ নভেম্বর।। বিশালগড়ে বিএসএফের গাড়ি ভাঙচুর ও জওয়ানদের উপর হামলার ঘটনায় বড় সাফল্য পেল পুলিশ। এই ঘটনায় দুর্গানগরের কুখ্যাত গরু পাচারকারী নজরুল ইসলামকে আটক করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। পাশাপাশি টিআর০৭-১৬৩৭ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পিতা পুত্রের একত্রে দীর্ঘ সাইকেল ভ্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। *আজ আগরতলা সাইক্লোহোলিকস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে এক হৃদয়স্পর্শী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সম্মানিত করা হয় শ্যামতরু ও তাঁর পিতা উৎপল বাবুকে। তাঁরা দুজনেই প্রায় দুই মাসের দীর্ঘ সাইকেল যাত্রা শেষে আগরতলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত সফলভাবে পৌঁছেছেন কোনো পূর্ব অভ্যাস বা প্রস্তুতি ছাড়াই এই অসাধারণ যাত্রা সম্পন্ন করেছেন তাঁরা।*

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামতরুর মা রূপা দেবী, যা মুহূর্তটিকে আরও আবেগঘন করে তোলে। সবাই একসাথে ছবি তুলেছেন, হাসিখুশি পরিবেশে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সত্যিই স্মরণীয় এক সকাল কাটালেন সবাই।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উৎপল বাবুর দৃঢ়তা ও সাহস। কোনও প্র্যাকটিস ছাড়াই এত দূর পথ অতিক্রম করে তিনি প্রমাণ করেছেন ইচ্ছাশক্তি থাকলে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

নিদারজি তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তব্যে শ্যামতরু ও তাঁর পরিবারের অবদান এবং তাঁদের যাত্রার প্রেরণাদায়ক দিক তুলে ধরেন। তাঁর কথাগুলো সকলের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কেটে যায়।

এই অনুষ্ঠানটি ছিল আনন্দ, আবেগ ও ঐক্যের মেলবন্ধন। আগরতলা সাইক্লোহোলিকস ফাউন্ডেশন আবারও দেখিয়ে দিল সাইক্লিং শুধু দূরত্ব পাড়ি দেওয়া নয়, এটা ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও হৃদয়ের সংযোগ।

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১০ নভেম্বর,২০২৫ ইং
২৩ কার্তিক, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত

কৃষিকাজ বহু যোজন এগিয়ে গেলেও, ২০২৫ সালেও ক্ষুধা বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক বিশ্ব ক্ষুধা সূচক এ দেখা গিয়াছে বিশ্বের ১০ জনের একজন ঠিক মতো খাবার পান না। অর্থাৎ প্রায় ৬৭৩ মিলিয়ন মানুষ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা নিয়া দিনযাপন করিতেছেন।দারিদ্র্য, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্বল শাসনব্যবস্থা এই সংকটকে আরও বাড়াইয়ায়ে তুলিতেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক অংশে, এই চ্যালেঞ্জগুলি একত্রিত হইয়া তীব্র খাদ্য ঘাটতি তৈরি করিয়াছে। সংঘাত, খরা এবং বাস্তুচ্যুতির শিকার দেশগুলি প্রায়শই সবচেয়ে বেশি লড়াই করে, কারণ মানুষ কেবল খাদ্যের সুযোগই হারায় না, বরং তা উৎপাদন বা কেনার উপায়ও হারায়।২০২৫ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুয়ায়ী, বেশ কয়েকটি দেশ এখনও 'উদ্বেগজনক' বা 'গুরুতর' ক্ষুধা শ্রেণীতে পড়ে। যার স্কোর ৩১ থেকে ৪২.৬ পর্যন্ত। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে রহিয়াছে সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, মাদাগাস্কার, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং হাইতি। যাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতে থাকা সঙ্কটের কারণে ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটে ভুগিতেছে।ক্ষুধার ক্ষেত্রে সোমালিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি। কয়েক দশকের সংঘাত, বারবার খরা এবং ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্য ও বিশুদ্ধ জলের সন্ধানে হিমশিম খাইতেছে। দুর্বল অবকাঠামো এবং বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিকাজ এবং খাদ্য সরবরাহকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।বন্যা, হিংসা এবং অস্থিরতার কারণে দক্ষিণ সুদান ব্যাপক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে লড়াই করিতেছে। ভাঙিয়া পড়া সরবরাহ শৃঙ্খল এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটের কারণে গ্রামীণ এলাকার মানুষের পক্ষে বাজার বা খাদ্য সহায়তা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স স্কোর ৩৭.৫।ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (ডিআরসি)-র স্কোরও ৩৭.৫। দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও, ডিআরসির দীর্ঘ হিংসার ইতিহাস, দুর্বল অবকাঠামো এবং অনুন্নত গ্রামীণ এলাকা গভীর খাদ্য সঙ্কট তৈরি করিয়াছে। সংঘাতের কারণে কৃষকরা প্রায়শই তাহাদের জমি ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং বাণিজ্য রুটগুলি অনিরাপদ।৩৫.৭ স্কোর নিয়া হাইতিও চরম ক্ষুধার শিকার। দারিদ্র্যের সঙ্গে দেশটির দীর্ঘ সংগ্রামের সঙ্গে হারিকেন এবং ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মিলিত হয়ে বারবার ফসল, ঘরবাড়ি এবং অবকাঠামো ধ্বংস করিতেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যসঙ্কটে ভুগিতেছেন। এছাড়াও মাদাগাস্কার, চাদ, নাইজার, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, নাইজেরিয়া এবং পাপুয়া নিউ গিনিতেও ক্ষুধার মাত্রা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতে থাকা গৃহযুদ্ধ, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি এবং অস্থিতিশীল অর্থনীতি মানুষকে দারিদ্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার চক্রে আটকাইয়া রাখিয়াছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ ভারতেও অনেকে ক্ষুধার্ত থাকেন। ২০২৫ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ২৫.৮ স্কোর নিয়া ১০২ তম স্থানে থাকা ভারত 'গুরুতর' বিভাগে পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, দারিদ্র্য, শিশু অপুষ্টি, অসম খাদ্য বিতরণ এবং দুর্বল স্যানিটেশনের মতো চ্যালেঞ্জগুলি রহিয়া গিয়াছে।

আদিল হুসেইন নিযুক্ত হলেন ''অরুণাচল রঙ্গ মহোৎসব ২০২৫''-এর ফেস্টিভাল অ্যাম্বাসেডর

তাওয়াং, ৯ নভেম্বর : জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা ও থিয়েটার শিল্পী আদিল হুসেইনকে ২০২৫ সালের অরুণাচল রঙ্গ মহোৎসব এর নতুন ফেস্টিভাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই উৎসবের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরবেন এবং দেশব্যাপী দর্শকদের আকর্ষণ করবেন।

অরুণাচলের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী, যেখানে মূলত পারফর্মিং আর্টসের প্রতি নিবেদন থাকবে, সেই রঙ্গ মহোৎসব ২০২৫-এ আদিল হুসেইন তার থিয়েটার ও সিনেমার ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে নেতৃত্ব দেবেন।

অসমের গৌলপাড়া জেলার বাসিন্দা আদিল হুসেইনের ক্যারিয়ার অসাধারণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরের। তিনি শুরু করেছিলেন আঞ্চলিক থিয়েটার মঞ্চে, এবং পরবর্তীতে ইশকিয়া, ইংলিশ উইংলিশ, লুটেরা, মুক্তি ভবন -এর মতো জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আন্তর্জাতিক সিনেমায়ও তার উপস্থিতি ছিল, যেমন লাইফ অফ পাই, দ্য রিলাকট্যান্ট ফান্ডামেন্টালিস্ট, ও হোয়াট উইল পিপল সে।

হুসেইন তার নিস্তব্ধ এবং শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। তিনি ভেনিস, টরন্টো ও বার্লিনের মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছেন। মুক্তি ভবন সিনেমার জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বিশেষ উল্লেখ পেয়েছেন, এবং মাজ রাতি কেতেকি সিনেমার জন্য নিউ ইয়র্কের নর্ডিক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছেন।

অস্কারের পুরস্কৃত কাজের পাশাপাশি, আদিল হুসেইন 'চেতনাশীল সিনেমা' বা সচেতনতামূলক সিনেমা এর একজন উদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়, এফটিআইআই পুণে ও ভুটানের রয়্যাল কনজারভেটরি অফ পারফর্মিং আর্টসে শিক্ষকতাও করেছেন।

আদিল হুসেইনকে অরুণাচল রঙ্গ মহোৎসব ২০২৫ এর মুখ হয়ে দেখে, এই উৎসব শুধুমাত্র তার তারকা-ক্ষমতার মাধ্যমেই নয়, বরং শিল্পের প্রতি তার অঙ্গীকারও প্রকাশ করে যা সংস্কৃতি, ধারণা ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে।

উৎসবটি উত্তর-পূর্ব ভারতের জীবন্ত থিয়েটার ঐতিহ্যকে উদযাপন করবে এবং স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত কাহিনীগুলি তুলে ধরবে, পাশাপাশি একটি বৈশ্বিক সংবেদনশীলতাও উপস্থাপন করবে।

আদিল হুসেইন এর নেতৃত্বে, দর্শকরা একটি উদযাপন দেখতে পাবেন যা পারফরম্যান্সের আত্মাকে সম্মান জানায়সত্যি, মানবিক এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

ত্রিপুরা থেকে মিজোরাম পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: ত্রিপুরা থেকে মিজোরাম পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইনের নির্মাণকাজ চলছে এবং এটি সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছে, জানান স্থানীয় কর্মকর্তারা।

প্রকল্পটি শেষ হলে মিজোরামের, বিশেষ করে আয়জলের, বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে।

মিজোরামের খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ এবং ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী বি. লালচাঁঝোভা মঙ্গলবার একটি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রকল্পটি উত্তর-পূর্ব গ্যাস গ্রিড আওতাধীন।

ত্রিপুরার প্যারিসাগর থেকে মিজোরামের সিহমুই পর্যন্ত ১১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইনটি নির্মিত হচ্ছে, যার মধ্যে মিজোরামে ১০৪ কিলোমিটার এবং বাকি অংশ ত্রিপুরায় অবস্থিত।অফিসাররা জানান যে, ইতিমধ্যে প্রকল্পের ২৩.৫ শতাংশ কাজ, অর্থাৎ প্রায় ২৮ কিলোমিটার, সম্পন্ন হয়েছে। মিজোরাম সরকার এবং ইন্দ্রাধনুষ গ্যাস গ্রিড লিমিটেড প্রকল্পটির দ্রুত সমাপ্তির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

গান্ধীজির চশমার কাচেই স্বচ্ছ ভারত জেগে উঠেছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয়, তাঁর আদর্শের মত্ত্ব একালেও বিপুল জনপ্রিয়। সেখানে গান্ধীগিরি'র আবেদন নানা ভাবে উঠে আসে, চর্চা হয় বিতর্কও জমে ওঠে। এ সবই তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তার প্রভাব। তখন মনে হয়, গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা আজও কত প্রাসঙ্গিক ও তীব্র আবেদনক্ষম। শুধু তাই নয়, আদর্শ পথ হিসেবে ইহংসার সফল রূপায়ণে গান্ধীজির অবদান গান্ধীগিরি'তে সজীব ও সবুজ হয়ে ওঠে। যেন গান্ধীগিরি'তেই গান্ধীজির উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রবহমান। অথচ তাতে গান্ধীজিও নেই, গান্ধীবাদও সুদূরপরাহত। আসলে ছদ্মবেশের মধ্যে নিজেকে আড়াল করা যায় আত্মগোপন একেবারেই নয়। হিংসাদীর্ণ সমাজজীবনে গান্ধীজির অহিংসার আদর্শের মোড়কের অন্তরালে সংগোপনে থাকা হিংসা দাঁতনখ আড়াল করা যায় না। সেক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা নয়, তাঁর অস্তিত্বের বিকারই প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আলোয় তাঁকে বরণ করা যত সহজ,ধারণ করা ততই কঠিন। গান্ধীজি ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠান থেকে আদর্শ। সেই আদর্শেই তাঁর প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রভাবশালী জনপ্রিয় জননেতাই নন, সরা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও আলোচিত ব্যক্তির নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। নিজের নাম নয় পদবিতেই তাঁর বিস্ময়কর পরিচিত। সেক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তাই সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিক জনগণের মনে মহাত্মার স্বীকৃতি তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধারই নামান্তর। এদেশের জনগণনন্দিত জনতো স্বাভাবি ভাবেই জাতির জনকের আসলে সমাসীন হয়েছেন। সেক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবর্ষেই নয়, স্বাধীন ভারতেও গান্ধীজির অপরিসীম প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার সেদিক থেকেই একদিকে তাঁর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত রাজনৈতিক বিরোধিতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠথে, অন্যদিকে গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধে তাঁর প্রতি বিমুখতাও স্বভাবমূর্তি লাভ করেছে এবং নানাভাবে বিতর্কের পরিসরকে জিইয়ে রেখেছে যা আজও সমান সচল। সেক্ষেত্রে গান্ধীজির রাজনৈতিক আদর্শ ও সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমালোচনার মধ্যেই তাঁর প্রভাব যেমন প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে, তেমনই স্বধীন ভারতে গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধে তাঁকে অস্বীকার করার প্রবণতাও জেগে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়, তাঁর জীবন ও আদর্শ কংগ্রেসের দলীয় পরিসরেই ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতিতে তিনি যেভাবে আত্মত্যাগের মহিমায় ব্যবহৃত হয়ে থাকেন, সেভাবে প্রভাব জনজীবনে বিস্তার লাভ করেনি। সেখানে তাঁর মহত্ত্ব শ্রদ্ধাবনত করলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তাঁকে ধারণ করার পরিচয় মেলে না বললেই চলে। অন্যদিকে তাঁর স্বয়ংসেসবক শিক্ষাদর্শও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে উপেক্ষিত। সমাজে অস্পৃশ্যতা অজও প্রবহমান।

> পরাধীন ভারতবর্ষেই নয়, স্বাধীন ভারতেও গান্ধীজির অপরিসীম প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার সেদিক থেকেই একদিকে তাঁর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত রাজনৈতিক বিরোধিতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে, অন্যদিকে গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধে তাঁর প্রতি বিমুখতাও স্ববাকমূর্তি লাভ করেছে এবং নানাভাবে বিতর্কের পরিসরকে জিইয়ে রেখেছে যা আজও সমান সচল।

আবার সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরাও তাঁর হরিজন আন্দোলনে আস্থা কাঁজে পায়নি। সবদিকে থেকেই গান্ধীজির মত ও পথের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে বলে মনে হতে পারে। তাঁর অহিংস আন্দোলনের পথ গান্ধীগিরি'তে এসে ঠেকেছে, আত্মসুখপরায়ণ দেশবাসীর কাছে তাঁর সত্যাগ্রহের চেয়ে সুখাগ্রহ উগ্র হয়ে উঠেছে, তাঁর আত্মনির্ভরতার আদর্শ শুধু তাঁর জন্মদিনে প্রতীকী চরকা কাটায় টিকে আছে মাত্র। স্বাভাবিক বাবেই গান্ধীজির গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ নিঃশ্ব হয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা। আপাতভাবে ভোগসর্বস্ব আধুনিকতায় গান্ধীজির আদর্শ অচল ও তাঁর জীবনাদর্শ কল্পিত মনে হলেও বাস্তবে কি তাই? একেবারেই না। সেক্ষেত্রে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাস্তবতার অভাববোধে মতানৈক্য থেকে বিতর্কের পরিসর যেমন তাঁকে অমান্য করার প্রবণতায় ক্রমশ নিবিড় করে তুলেছে, তেমনই তাঁর গড়ে তোলা ব্যক্তিক্রমী জীবনাদর্শকে আত্মস্থ করার অক্ষমতা থেকে জীবিতকালেই অপ্রাসঙ্গিকতাবোধে অস্বীকারে প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার দ্বন্দ্বে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা অচিরেই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি করে এবং সেই ধারা ক্রমশ মহমান।

আসলে আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের মহৎ আদর্শের সাধনায় গান্ধীজির স্বরচিত জীবন ও আদর্শ তাঁকে ক্রমশ উত্তরণের পথে সক্রিয় করেছিল। সেখানে তাঁর পথের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু স্বকায় আদর্শে তিনি ছিলেন অবিচল ও অমলিন। স্মরণীয়, যেভাবে তাঁর জীবন উত্তরণের পথে সক্রিয় হয়েছিল, তা বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে বা প্রতিকূলতা জয় করার পথ নয়, রীতিমতো কঠোর থেকে কঠোরতর সাধনার শপথ। 'গান্ধী' কথাটির মানে 'বেনিয়া' বা 'বেনে'। সেদিক থেকে বংশগৌরব শিক্ষা ও সাধনায় আভিজাত্যপূর্ণ না হলেও ভোগবিলাসে বনেদি পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশে গান্ধীজি বেড়ে উঠেছেন। তাঁর মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণা, পুজার্চনায় তাঁর অখণ্ড মনোযোগ। তাঁর বাবা ছিলেন গুজরাটের পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান। সেদিক থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি আর ভোগবিলাসে স্বাচ্ছন্দ্য সবই তাঁর ভবিষ্যতের সাধক জীবন গড়ার অন্তরায়। অভাব মানুষকে যত চিন্তায় কর্মে সক্রিয় করে, প্রাচুর্য তেমন অলস ও কর্মবিমুখ গড়ে তোলে। অন্যদিকে ছাত্রজীবনেই তেরো বছর বসেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী কস্তরবারও ছিল সুযোগ্যা সহধর্মিণী। সবদিকেই তাঁর আনুকূল্য তাঁর উত্তরণের সহায়ক ছিল না। অন্যদিকে পরিবারের জনৈক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে উনিশ বছর বয়সে (১৮৮৭-র সেপ্টেম্বর) বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। প্রায় চার বছর বাদে দেশে ফিরে এসে রাজকোটের আইন ব্যবসা শুরু করলেও অসফল হন তিনি। ইত্যবসরে পোরবন্দরের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তাদের শাখা অফিসের মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য অনরোধ আসে। ১৮৯৩-এর এপ্রিলে গান্ধীজি এক বছরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান এবং সেখানে তাঁক ঘনটাপরম্পরায় বিশ বছরের মত কাটাতে হয়। সেদেশে গান্ধীজির ঘটনাবহুল জীবনের অস্থিরতার মধ্যেই তাঁর পরিচিতি যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তমনই নতুন জীবনের উত্তরণের পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। তাঁর সেই অসাধ্যসানে একদিকে পরহিতে আত্মত্যাগ ও স্বকীর উত্তরণে আত্মসংযম একই সঙ্গে প্রবাহিত। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশের ফেরার অনেক আগেই গান্ধীজি তাঁর জীবনাদর্শকে 'হিন্দ-স্বরাজ'(১৯০৯) বইয়ের মধ্যে মনে ধরেন। বইটি ইংলান্ডজ থেকে দক্ষিম আফ্রিকার সমুদ্রযাত্রায় দশ দিন ধরে গুজরাঠিতে লেখা। পরের বথর ১৯১০-এ তাঁর স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হয়। এই বইটি শুধু গান্ধীবাদের আকর গ্রন্থই নয়, বিদেশেও উচ্চ সমাদৃত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিদেশে কীভাবে কাজ করে ?

বিশেষ প্রতিবেদন।। বিভিন্ন সময় বিদেশের মাটিতে টার্গেট করে চালানো বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর নাম এসেছে। বিশেষ করে এসেছে তাদের গোয়েন্দা তৎপরতার গল্প। তাদের এসব অভিযানগুলোকে গোয়েন্দা উপন্যাসের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলার প্রথমদিনেই ইরানে বেশ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত হন। তবে এধরণের হামলা এটিই প্রথম নয়। ২০২৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন লেবাননের ইরানপন্থি শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লাহ'র প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ। দক্ষিণ বৈরুতের দাহিয়াহ এলাকায় হাসান নাসরাল্লাহ এবং তার দলের অন্য সিনিয়র কমান্ডাররা নিহত হন। হেজবুল্লাহর যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও লক্ষ্যবস্তু করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। হেজবুল্লাহর সদস্যদের ব্যবহৃত পেজার ও ওয়াকি-টকির বিস্ফোরণ ঘটায় তারা যার কারণে প্রায় ৩৭ জন নিহত হন। ২০২৪ সালের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে হেজবুল্লাহর বেশ কয়েকজন সিনিয়র কমান্ডার নিহত হয়েছেন, বেশিরভাগ ঘটনা ঘটেছে এক সপ্তাহের মাথায়। এই সংগঠনটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এর আগে, ২০০৬ সালে এই দুই প্রতিপক্ষ এক অমীমাংসিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ২০২৪ সালের এপ্রিলে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কূটনৈতিক ভবনকেও লক্ষ্যবস্তু করেছিল ইসরায়েল এবং এই হামলায় ইরানি বিপ্লবী গার্ড ও অন্যান্য কর্মীসহ মোট ১৩ জন নিহত হন। ওই বছর জুলাই মাসে আরেক হামলায় ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়ে তেহরানে নিহত হন।

ইসরায়েল এই হত্যার দায় স্বীকার করেনি, কিন্তু ধারণা করা হয় যে এই হামলার পেছনেও ইসরায়েলই ছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ওঠেইসরায়েল কীভাবে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে এত সফল অভিযান চালাতে পারে? ইসরায়েলি গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে? তাদের কী ধরণের সক্ষমতা রয়েছে?

প্রধান দুই ইউনিট

মোসাদ:- মোসাদ গঠিত হয় ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় বছর পর, ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে। তাদের কাজ ছিল ইসরায়েলকে বাইরের হুমকি থেকে রক্ষা করা। এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল ইসরায়েলের অস্তিত্ব নিরাপদ রাখা।

শাবাক বা শিন বেট:- শাবাক বা শিন বেট গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। এই গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব হলো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিন বেট দাবি করে, তারা পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আসা হুমকির বিরুদ্ধে "অদৃশ্য ঢাল" হিসেবে কাজ করে।

আমান-আমান হলো ইসরায়েলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা, যা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাধারণ সদর দপ্তরের অধীনে কাজ করে। এই সংস্থার মূল কাজ হলো তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সামরিক কমান্ডকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করা। ইসরায়েলে গোয়েন্দা সংস্থার ইতিহাস ইসরায়েলের অস্তিত্বের চেয়েও পুরনো। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯২২ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 'শাই' নামে একটি গোয়েন্দা সংস্থা এখানে কাজ করত, যা ছিল ইহুদি আধা- সামরিক সংগঠন 'হাগানাহ'- এর গোয়েন্দা শাখা।

ইসরায়েল সৃষ্টির পর 'আমান' তৈরি করা হয় হাগানাহর ধারণার ওপর ভিত্তি করে। আমান বেশ কয়েকটি ইউনিট নিয়ে গঠিত, তবে ৮২০০, ৯৯০০ এবং ৫০৪ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট, যারা গাজায় ইসরায়েলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ইউনিটগুলোর দায়িত্ব হলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান থেকে আসা গোয়েন্দা ও সামরিক হুমকি সনাক্ত করা। গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে এমন খবরও প্রচারিত হয়েছিল যে, ইসরায়েল তাদের গোয়েন্দা বাহিনীর আওতায় নতুন একটি ইউনিট যুক্ত করেছে, যার নাম 'ব্রাঞ্চ ৫৪'। এই ইউনিট সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে 'ব্রাঞ্চ ৫৪' দেশের সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের অধীনে কাজ করবে এবং এর দায়িত্ব হবে ইরান ও বিশেষ করে 'পাসদারান-ই-ইনকিলাব' (ইরানি বিপ্লবী গার্ড) এর সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া।

ইউনিট ৮২০০- ইউনিট ৮২০০-কে ইসরায়েলি গোয়েন্দা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয় এবং এই ইউনিটের মাধ্যমেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, এটি তাদের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট। তথ্য অনুযায়ী, ইউনিট ৮২০০-তে ১০ হাজারের বেশি লোক কাজ করে এবং এখানে যারা কাজ করে তারা এলিট এবং শিক্ষিত বাহিনী থেকে বাছাই করা। এমনও বলা হয়, এই ইউনিটে কাজ করা সদস্যদের সংখ্যা মোসাদ ও শিন বেটের সদস্যদের থেকেও বেশি। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, গোয়েন্দাগিরির জন্য ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র বানানোর দায়িত্বও ইউনিট ৮২০০-এর। তারা তথ্য সংগ্রহ করে, তা বিশ্লেষণ করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পাঠায়।

ইউনিট ৮২০০ ইসরায়েলের সব অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তারা সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে কাজ করে, যাতে তথ্য সংগ্রহের গতি বাড়ানো যায়।

ইউনিট ৮২০০-কে দেওয়া দায়িত্বসমূহ:- যোগাযোগ ব্যবস্থার ওয়্যারট্যাপিং (গোপনে আড়ি পাতা)। গোয়েন্দা ও সামরিক তথ্য ডিকোড করা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেট থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা। সাইবার হুমকির শনাক্তকরণ। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য ইলেকট্রনিক ও সাইবার ডিভাইস তৈরি করা। প্রযুক্তির দিক থেকে ইউনিট ৮২০০-র তুলনা করা হয় বিশ্বের বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে। কারিগরি দিক থেকে একে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসএ) সমতুল্য মনে করা হয়। ইউনিট ৮২০০-এর কার্যক্রম সবসময় গোপন রাখা হয়। তবুও সামরিক ও গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এই ইউনিট ইসরায়েলকে রক্ষা করতে কিংবা ইসরায়েলের হয়ে আক্রমণ করতে এক কথায় প্রতিরক্ষা ও হামলা উভয় ধরনের অভিযানে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনও বলা হয়, ২০১০ সালে ইরানে পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ওপর সাইবার হামলায় ইউনিট ৮২০০ জড়িত ছিল। ইরানি স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করতে স্টাক্সনেট নামে একটি ভাইরাস ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউনিট ৮২০০-এর উপ-কমান্ডার ইউরি সিভ ইসরায়েলি পত্রিকা হারেতসে-এ দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সাইবার জগতে ইরানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের মতো নজির পৃথিবীতে আর দুটি নেই।' ইউনিট ৮২০০ গোপন তথ্য পাওয়ার জন্য সামাজিক মাধ্যমে কাজ করা ব্যক্তি ও দলগুলোকেও ব্যবহার করে। এই ইউনিট গঠিত হয় ১৯৫২ সালে এবং প্রথম নাম ছিল "সেকেন্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ইউনিট" অর্থাৎ, "দ্বিতীয় গোয়েন্দা পরিষেবা ইউনিট"। পরে এই ইউনিটকে ৮৪৮ বা ৫১৫ নামেও ডাকা হতো। বলা হয়, ১৯৬৭ সালের আরব দেশগুলোর সঙ্গে হওয়া ছয় দিনের যুদ্ধে ইউনিট ৮২০০ মিসর ও সিরিয়া থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে মূল ভূমিকা রেখেছিলো। এই যুদ্ধ ইসরায়েলিদের জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ইউনিট ৮২০০ ইসরায়েলি মিডিয়ায় আলোচনায় আসে। আমেরিকান পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস জানায়, হামাসের হামলার এক বছর আগে ইউনিট ৮২০০ হামাসের রেডিও পর্যবেক্ষণ বন্ধ করে দেয়।

ইউনিট ৯৯০০- যদি ইউনিট ৮২০০-কে ইসরায়েলের 'কান' বলা হয়, তাহলে ইউনিট ৯৯০০-কে তার 'চোখ' বলা যেতে পারে। এই ইউনিটের দায়িত্ব হলো ছবি ও ভিডিও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা। এজন্য এই ইউনিট স্যাটেলাইট, গোয়েন্দা বিমান ও ড্রোন ব্যবহার করে। এসব ছবি ও ভিডিওর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সেনা কমান্ডার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দেয়াও এই ইউনিটের দায়িত্ব। ইউনিট ৯৯০০-র কাছে আধুনিক প্রযুক্তি আছে, যার মাধ্যমে তারা যুদ্ধে লিপ্ত ইসরায়েলি সেনাদের জন্য থ্রিডি মানচিত্র তৈরি করে দেয়।

সম্প্রতি, ২০২০ সালে এই ইউনিটের ভেতরে আরেকটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার দায়িত্ব হলো গোয়েন্দা ড্রোনের কার্যক্রম আরও বাড়ানো। সেই ২০২০ সালে একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ইউনিট ৯৯০০-র ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখানোর জন্য। তখন মিডিয়া বলেছিল, নতুন ইউনিট গঠনের মাধ্যমে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এমন প্রযুক্তি চাচ্ছে যাতে নগর এলাকাগুলোতে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বাড়ানো যায়। তথ্য অনুযায়ী, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইরানকে পর্যবেক্ষণ করাও ইউনিট ৯৯০০-এর দায়িত্ব, যা ইসরায়েলের গোয়েন্দা স্যাটেলাইট "হরাইজন ১৩" দিয়ে করা হয়। ইউনিট ৫০৪- ইউনিট ৫০৪ গঠন করা হয়েছে মানুষের গোয়েন্দা তথ্য (হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স) সংগ্রহের জন্য। এই ইউনিটের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের ভেতরের হুমকিগুলো নজরে রাখা, তবে এর পাশাপাশি এই ইউনিট ইসরায়েলের সীমান্তের বাইরেও গুপ্তচর নিয়োগ করে। এই ইউনিটে কাজ করা সৈন্য ও গোয়েন্দারা গাজাসহ অন্যান্য দেশেও সক্রিয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, 'দেশের নিরাপত্তায় এই ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং এটি শত শত সফল অপারেশন চালিয়েছে, তবুও এই ইউনিটের কার্যকলাপ সম্পর্কে খুব কম লোক জানে।' ইউনিট ৫০৪ সাধারণ মানুষের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে এবং কাজের প্রয়োজনে তারা মোসাদ ও শিন বেট-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে। এই সব দায়িত্ব ছাড়াও ইউনিট ৫০৪ লেবাননের সীমান্তে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বও পালন করে। তবে ৭ই অক্টোবর হামলার পর ইউনিট ৫০৪ দক্ষিণ ইসরায়েলে তাদের কমান্ড হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে এবং এখন তারা গাজার দিকেও নজর দিয়েছে। ব্রাঞ্চ ৫৪- ২০২৩ সালের জুনে ইসরায়েলি মিডিয়া জানায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে নতুন একটি গোয়েন্দা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার কাজ হবে ইরান এবং 'পাসদারান-ই-ইনকিলাব' (ইরানের বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী)-এর সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া। এই খবর 'ওয়াই নেট' নামে এক ইসরায়েলি ওয়েবসাইট প্রথম প্রকাশ করে।

তারা জানায়, ব্রাঞ্চ ৫৪ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইরানের সামরিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, তখন এই ইউনিটে মাত্র ৩০ জন সদস্য কাজ করতেন। এই ইউনিটের এক কমান্ডার বলেন, 'ব্রাঞ্চ ৫৪ প্রতিষ্ঠা এই ইঙ্গিত দেয় যে ইরানি সামরিক হুমকি সম্পর্কে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন এসেছে'। তিনি আরও বলেন, 'ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ, হেজবুল্লাহ, হামাস বা ইসলামিক জিহাদের সঙ্গে যুদ্ধের মতো একেবারেই হবে না।'

এই ইউনিটের কমান্ডারের নাম মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়নি। তবে নিজের কাজ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে ইরানের নিরাপত্তা কাঠামো এবং সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা।' এই গোয়েন্দা ইউনিটের একটি অংশ ইরানের সেই স্থানগুলো শনাক্ত করে, যেখানে যুদ্ধ শুরু হলে আক্রমণ চালানো যাবে। ব্রাঞ্চ ৫৪-এর কমান্ডার বলেন,'আমাদের কার্যক্রম শুধু ইরানের "পাসদারান-ই- ইনকিলাব" (বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী) ঘিরেই।' তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিদিন টার্গেট শনাক্ত করছি এবং গবেষণা করছি কীভাবে সেগুলোতে প্রভাব ফেলা যায়। আমরা ইতিমধ্যেই ইরানের অনেক লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করেছি এবং তাদের পরমাণু শক্তি থাকলেও তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।' তিনি আরও বলেন, 'ইরানের সঙ্গে যেকোনো সামরিক সংঘর্ষ হবে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের যুদ্ধ।' ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলায় ইসরায়েলের এই গোয়েন্দা ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

উত্তরাখন্ডের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মূর্মু ও অন্যান্য নেতাদের শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: উত্তরাখন্ড রাজ্যের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাজ্যের সকল বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি পোস্ট করে বলেন, ''রাজ্য প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আমি দেবভূমি উত্তরাখন্ডের সকল বাসিন্দাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমাদের দেশের গৌরবময় আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক যাত্রায় উত্তরাখন্ডের অবদান অমূল্য।'' রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, 'গত ২৫ বছরে রাজ্যের কর্মঠ এবং বিনয়ী মানুষরা আধুনিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। আমি উত্তরাখন্ডের সকল বাসিন্দাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।'

বিজেপি সাংসদ অনিল বলুনি এক্সে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'আজকের দিনটি উত্তরাখন্ডের গৌরবময় ইতিহাস, সংগ্রামী জনআন্দোলন এবং আমাদের আন্দোলনকারীদের অদম্য সাহসকে শ্রদ্ধা জানানোর দিন। তাঁদের বলিদানেই আজ আমরা দেবভূমি উত্তরাখন্ডের স্বাধীন অস্তিত্ব উদযাপন করছি।' তিনি আরও বলেন, 'উত্তরাখন্ডের আত্মা তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রকৃতিতে নিহিত। এই ভূমি একদিকে যেখানে হিমালয়ের পবিত্রতা এবং গঙ্গা-যমুনার নির্মলতার প্রতীক, অন্যদিকে এটি দেশের সীমান্ত রক্ষীও।'

অনিল বলুনি আরও লিখেছেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশনা এবং মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর নেতৃত্বে উত্তরাখন্ড উন্নতির নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। চারধাম অলওয়েদার রোড, রেল যোগাযোগ, সীমান্ত এলাকাগুলির পুনর্নির্মাণ, পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আমাদের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি উন্নত, আত্মনির্ভর এবং সমৃদ্ধ উত্তরাখন্ড গড়ে তোলা যা তার সংস্কৃতির প্রতি গর্বিত, যুবকদের সুযোগ দেয়, সীমান্ত এলাকাগুলিকে শক্তিশালী করে এবং প্রতিটি পরিবারের কাছে উন্নয়নের আলো পৌঁছে দেয়। রাজ্য আন্দোলনের সেই শক্তিকে জীবিত রেখে আমরা সকলেই একসাথে এমন একটি উত্তরাখন্ড নির্মাণ করি, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বপ্ন ছিল।''

উত্তরাখন্ড সরকারের মন্ত্রী রেখা আর্য এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরাখন্ড আগমনের জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ''দেবভূমির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উত্তরাখন্ড আগমনে আমরা তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আগমনে উত্তরাখন্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী আরও মহিমান্বিত, শোভাময় এবং স্মরণীয় হয়ে উঠবে।''

জুনাগড় মুক্তি দিবস: ইউনিটি মার্চে একতার বার্তা

নয়া দিল্লি, ৯ নভেম্বর: গুজরাতের ঐতিহাসিক শহর জুনাগড়ে জুনাগড় মুক্তি দিবস উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী ইউনিটি মার্চের উদ্বোধন করা হল। রাজ্যপাল ভূপেন্দ্র পটেল সকাল ৭টায় এই পদযাত্রার উদ্বোধন করেন, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় সর্দার বল্লভভাই পটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে উদযাপিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে 'আত্মনির্ভর ভারত' শপথ গ্রহণ করে এবং দেশের একতা ও অখণ্ডতার প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

এই মার্চ গুজরাত সরকারের ক্রীড়া, যুব এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বিভাগের এবং জুনাগড় জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর, জুনাগড় নবাবি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। সর্দার পটেলের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এই মিলন সম্ভব হয়েছিল, যা 'জুনাগড় মুক্তি দিবস' হিসেবে স্মরণ করা হয়। এই বছর সর্দার পটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই ঐতিহাসিক দিনটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এটি কেবল ইতিহাসের স্মৃতি তাজা করে না, বরং তরুণ প্রজন্মকে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের অনুপ্রেরণা দেয়।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল বলেন, ''সবাইকে শুভেচ্ছা। জুনাগড় মুক্তি দিবসে সোরঠ অঞ্চলের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ সর্দার পটেলের ঐতিহ্য উদযাপন করছে।'' তাঁর সঙ্গে ছিলেন জুনাগড় জেলা সদস্য সামাজিক ন্যায় ও অধিকারিতা মন্ত্রী ড. প্রদ্যুমনভাই বাজা, জেলা সহ-প্রধানমন্ত্রী আইন মন্ত্রী কৌশিক ভাই বেকরিয়া, মেয়র ধর্মেশ পোষিয়া, বিধায়ক এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা। একটি সরকারি ভিডিওতে মুখ্যমন্ত্রীকে মার্চের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়, যেখানে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' স্লোগানও দেওয়া হয়।

পদযাত্রায় সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। কলেজ ছাত্র-ছাত্রী, এনসিসি-এনএসএস ক্যাডেট, মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবকরা, কো-অপারেটিভ সংগঠন, রাজনৈতিক দল, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্থা, সাধু-সন্ত, প্রভাবশালী, প্রাক্তন সৈন্য পরিবার, খেলোয়াড়, কৃষক, মেধাবী নাগরিক, শ্রমিক, সামাজিক সংগঠন, স্থানীয় পরিষদ কর্মকর্তাসহ সাধারণ নাগরিকরা এতে অংশগ্রহণ করেন। মার্চ শহরের প্রধান সড়কগুলো দিয়ে চলে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তিরঙ্গা উত্তোলন করে এবং সর্দার পটেলের ছবির সঙ্গে পদচিহ্ন মিলিয়ে চলে। শেষে সবাই আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের আওতায় শপথ গ্রহণ করে, যার মধ্যে মাদকমুক্তি, ''ভোকাল ফর লোকাল'' এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মতো প্রতিজ্ঞা ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, এই আয়োজন জাতীয় স্তরে সর্দার পটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে চলমান ইউনিটি মার্চের অংশ, যা ৩১ অক্টোবর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে।

আইএমডি পূর্বাভাস: উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে রাতের তাপমাত্রা ২-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : ভারতীয় মৌসম দপ্তর (আইএমডি) আগামী ৫-৬ দিনের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন মধ্যভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে।

পাশাপাশি, বিদর্ভ এবং ছত্তীসগঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে সোমবার পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

রয়েছে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ঠাণ্ডা ঢেউয়ের পূর্বাভাস, যা আগামীকাল পর্যন্ত থাকতে পারে। আজকের জন্য, কেরালা, মহে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকালের বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বাতাসের গুণমান এখনও ''অত্যন্ত খারাপ'' পর্যায়ে রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) অনুযায়ী, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত এ অঞ্চলের গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৩৮১। এর মধ্যে, বাওয়ানা ৪৩৬ এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স নিয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে, তার পরেই রয়েছি রোহিনী (৪৩৫)। অন্যান্য এলাকাগুলোর মধ্যে, ওয়াজিরপুর, জাহাঙ্গীরপুরী এবং বুরারি ক্রসিং-এর এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪৩০ এর বেশি ছিল। অনান্দবিহার ৪১২, আইটিও ৪২০ এবং ওখলা ফেজ-২ ৪০৫ এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স নিয়ে ''তীব্র'' ক্যাটাগরিতে পড়ছে।

এমন পরিস্থিতিতে, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা দিল্লি ও এর আশেপাশের বাসিন্দাদের বাইরে বের হতে না করার পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষ করে বাচ্চা এবং প্রবীণদের জন্য।

হুগলির তারকেশ্বরে চার বছরের শিশুকন্যা অপহৃত ও যৌন নির্যাতিত তীব্র ক্ষোভ ও রাজনৈতিক বিতর্ক

হুগলি, ৯ নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার তারকেশ্বর রেলস্টেশন চত্বরে এক চার বছরের শিশুকন্যাকে অপহরণ করে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে, যখন শিশুটি তার পরিবারের সঙ্গে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়ে ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটি তার নানীর পাশে মশারির নিচে ঘুমিয়ে ছিল। অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি মশারির জাল কেটে শিশুটিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ভোরে শিশুটিকে খুঁজে না পেয়ে পরিবারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর দুপুরে রেলস্টেশনের পাশের এক নর্দমার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায়, নগ্ন ও গালে কামড়ের দাগসহ শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

অরামবাগ জেলা বিজেপির সম্পাদিকা পার্না আদক জানিয়েছেন, ''শিশুটি গুরুতর রক্তপাত করছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিকিৎসা চলার পরও তার যৌনাঙ্গ থেকে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছিল না।'' শিশুটিকে দ্রুত তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

তবে পরিবারের দাবি, শিশুটি তখনও গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল, তবুও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে অবহিত করেনি। পরে পরিবার নিজেরাই থানায় গেলে, পুলিশ নাকি তাঁদের ফিরিয়ে দেয়। পরবর্তীতে পুলিশ আবার শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসে আরও পরীক্ষার জন্য। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতারা ও কর্মীরা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ ও চিকিৎসকরা অবহেলার মাধ্যমে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এক্স-এ লেখেন, ''চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে তারকেশ্বরে। পরিবার থানায় গেলে এফআইআর শিশুটিকে দ্রুত তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। নথিভুক্ত হয়নি! পুলিশ অপরাধ ঢাকতে ব্যস্ত। এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফ্রি ফর অল' শাসনের প্রকৃত চেহারা। শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে গেল, অথচ পুলিশ রাজ্যের ভুয়ো আইনশৃঙ্খলার ভাবমূর্তি রক্ষায় সত্য লুকোচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী।''অন্যদিকে, তারকেশ্বরের বিধায়ক রমেন্দু সিংহ রায় ঘটনাটিকে ''অত্যন্ত দুঃখজনক'' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ''রেলওয়ে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতির কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে। পরিবারটি চিকিৎসা নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে থানার বাইরে চলে গিয়েছিল, তবে প্রশাসন পরে সব প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।''

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় পকসো আইনের অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে, এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

৮ জন বুথ লেভেল অফিসারকে নোটিশ: চায়ের দোকানে ভোটার তালিকা সংশোধনের ফর্ম বিতরণ

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে চলমান বিশেষ ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়া চলাকালীন ৮ জন বুথ লেভেল অফিসারকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, এসব বিএলও চায়ের দোকান, স্থানীয় ক্লাব এবং রাস্তার কোণে ভোটার তালিকা সংশোধনের ফর্ম বিতরণ করছিলেন, যা কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী উচিত নয়। বিএলও-দের এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে।

ইসিআই জানায়, কোচবিহার ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিএলও-দের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এসেছে। অভিযোগ পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন একটি নতুন ২৪অ৭ হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে, যেখানে জনগণ বিএলও-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং প্রক্রিয়ার ওপর ভালো নজরদারি রাখতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বিএলও-দের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাও তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণের পরিবর্তে চায়ের দোকান, স্কুল বা রাস্তার কোণে ফর্ম বিতরণে লিপ্ত হয়েছেন। এই ধরনের কর্মকাণ্ড ইসিআই-এর গাইডলাইন বিরোধী।

এর আগে নির্বাচন কমিশন সকল সিনিয়র কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিল যে, বিএলও-দের অবশ্যই ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ করতে হবে এবং এটি অন্য কোথাও করা যাবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরও এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসিআই পরামর্শ দিয়েছে যে, কোনো ধরনের অবহেলা লক্ষ্য করা গেলে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করা হবে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের ঊনকোটি দর্শন, সকলকে শৈবতীর্থ পরিদর্শনের আহ্বান

কৈলাশহর, ৯ নভেম্বরঃ প্রথমবারের মতো ত্রিপুরার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আজ পরিদর্শন করলেন ঐতিহাসিক শৈবতীর্থ ঊনকোটি। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এদিন ঊনকোটি পরিদর্শনে যান এবং সেখানে শিবমূর্তির সামনে পূজা ও প্রার্থনা করেন।

পরিদর্শনকালে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ঊনকোটি কেবল ত্রিপুরার নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের গর্ব। এটি এক অনন্য ঐতিহ্যবাহী ও ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র।

তিনি সকলকে আহ্বান জানান, ঊনকোটি শুধুমাত্র একটি দর্শনীয় স্থান নয়, এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। সবাইকে তিনি আহবান করেন একবার অন্তত এই পবিত্র স্থানে দর্শনে আসতে।

শশী থারুরের এল.কে. আদভানির সেবা জীবন নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক, সমালোচনার মুখে কংগ্রেস সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর আবারও বিতর্কের মুখে পড়েছেন তাঁর একটি মন্তব্যের জন্য, যেখানে তিনি বিজেপির প্রবীণ নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানির রাজনৈতিক উত্তরাধিকার রক্ষা করতে গিয়ে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। শশী থারুর দাবি করেছেন যে, ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী আদভানির দীর্ঘ রাজনৈতিক সেবা একক কোনো ঘটনার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত নয়, ঠিক যেমন জওহরলাল নেহরু বা ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রেও একই মনোভাব অবলম্বন করা উচিত।

থারুর এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'তার দীর্ঘ সেবা জীবনের একটিমাত্র ঘটনার ভিত্তিতে তাকে বিচার করা অনুচিত। ঠিক যেমন নেহরুজি'র ক্যারিয়ার শুধুমাত্র চীন আক্রমণের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, তেমনি ইন্দিরা গান্ধীর ক্যারিয়ারও শুধুমাত্র জরুরি অবস্থার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, আদভানিজির ক্ষেত্রেও সেই সুবিচার প্রদানের প্রয়োজন।'

শশী থারুর আদভানির ৯৮তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'শ্রদ্ধেয় শ্রী এল.কে. আদভানিকে ৯৮তম জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা! তাঁর জনগণের সেবায় অটল প্রতিশ্রুতি, তাঁর বিনয় ও শালীনতা, এবং আধুনিক ভারতের গতিপথ গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা অম্লান। তিনি একটি প্রকৃত রাজনীতিবিদ, যার জীবন সেবা ও আদর্শের উদাহরণ।' থারুরের মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, অনেকেই কংগ্রেস সাংসদকে অভিযুক্ত করছেন যে তিনি আদভানির বিভাজনমূলক রাজনীতির ভূমিকা মুছে দিতে চেষ্টা করছেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে এই মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, 'এই দেশে ''ঘৃণার সীড'' রোপণ করা কোনো সেবা নয়।'

এরপর শশী থারুর ও সঞ্জয় হেগড়ে মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু হয়, যেখানে থারুর আদভানির রাজনৈতিক উত্তরাধিকার রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে নেহরু ও ইন্দিরার সঙ্গে তুলনা করেন। হেগড়ে তার পাল্টা মন্তব্যে বলেন, 'রথযাত্রা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। এটি ছিল ভারতের প্রাথমিক মৌলিক নীতিগুলোর বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ যাত্রা। এটি ২০০২ ও ২০১৪-এর পরবর্তী ঘটনাবলীর পটভূমি তৈরি করেছিল। ঠিক যেমন দ্রৌপদীর অপমান মহাভারতের যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল, তেমনি রথযাত্রা ও তার সহিংসতার উত্তরাধিকার আজও এই দেশের ভবিষ্যতকে আছড়ে যাচ্ছে।'

এল.কে. আদভানির রথযাত্রা, যা সোমনাথ থেকে শুরু হয় এবং তৎকালীন বিহার মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য একটি প্রস্তাবনা হিসেবে দেখা হয়।

এই বিতর্কিত মন্তব্যের পর শশী থারুরের ওপর সমালোচনার ঝড় উঠেছে, তবে তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আদভানি একটি জীবন্ত ইতিহাস, যার বহু বছরের সেবা ও রাজনৈতিক অবদানকে মূল্যায়ন করার সময় একক কোনো ঘটনার মাধ্যমে তাঁকে বিচার করা উচিত নয়।

হিন্দু ধর্মও নিবন্ধিত নয়: প্রিয়ঙ্ক খার্গের মন্তব্যের জবাবে মোহন ভাগওয়াতের প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : কর্ণাটক মন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা প্রিয়ঙ্ক খার্গের মন্তব্যের জবাবে আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) প্রধান মোহন ভাগওয়াত শনিবার সংগঠনটির আইনগত স্থিতি নিয়ে প্রতিরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের আইনে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয় এবং আদালত দ্বারা সংগঠনটির বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে।

প্রিয়ঙ্ক খার্গে সম্প্রতি প্রশ্ন করেছিলেন কেন আরএসএস একটি 'নিবন্ধিত সংস্থা নয়' অথচ তারা জাতির সেবা করার দাবি করে। তার এই মন্তব্যের পর মোহন ভাগওয়াত বলেন, আরএসএস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতার অনেক আগে, এবং প্রশ্ন তুলেছেন যে সমালোচকরা কি চাইছেন, তারা কি ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিবন্ধন করতে বলছেন?

ভাগওয়াত বলেন, ''আরএসএস ১৯২৫ সালে শুরু হয়েছিল। আপনি কি আমাদের ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিবন্ধন করতে চান? স্বাধীনতার পর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। আইন এমনকি নিবন্ধিত না হওয়া ব্যক্তি সংগঠনগুলিকেও স্বীকৃতি দেয়। আমরা আয়কর দেই। আমাদের তিনবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং প্রতিবারই আদালত সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। সরকার এবং আদালত আমাদের একটি বৈধ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই আমাদের নিবন্ধিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অনেক কিছুই নিবন্ধিত নয় -- এমনকি হিন্দু ধর্মও নিবন্ধিত নয়।''

এ মাসের শুরুর দিকে কংগ্রেস নেতা প্রিয়ঙ্ক খার্গে আরএসএসের বিরুদ্ধে 'পারদর্শিতাহীন' কাজ করার এবং আইনি পর্যালোচনা এড়ানোর অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে লিখেছিলেন, 'যদি আরএসএস সত্যিই দেশকে স্বার্থহীনভাবে সেবা করে, তবে কেন হাজার হাজার এনজিওর মতো নিবন্ধিত হবে না যারা স্বচ্ছভাবে এবং আইনি পথে কাজ করে?'

প্রিয়ঙ্ক খার্গে আরও প্রশ্ন তুলেছিলেন, আরএসএসের তহবিলের উৎস কী এবং কেন মোহন ভাগওয়াতকে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রদান করে, যা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমান।

তিনি বলেন, 'একটি অবনিবন্ধিত সংগঠনের প্রধান কেন অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি লায়াজন প্রোটোকল পান, যা তাকে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমান করে তোলে?

কে পূর্ণকালীন প্রচারকদের বেতন দেয় এবং সংগঠনের প্রচারাভিযানগুলির তহবিল সরবরাহ করে?'

খার্গে আরও অভিযোগ করেছিলেন যে, আরএসএসের অবনিবন্ধিত অবস্থা এটি আইনি পর্যালোচনা এবং কর প্রদান থেকে মুক্তি দেয়। তিনি বলেন, 'যদি আরএসএস অবনিবন্ধিত এবং অজবাবদিহি হয়, তবে তারা কি জাতির সেবা দাবি করার সময় আইনি পর্যালোচনা এড়াচ্ছে না?' তিনি তার পোস্টগুলির শেষে একটি তীব্র মন্তব্য করেন, 'এতে তাদের দেশভক্ত বলা কীভাবে সঠিক?'

রবিবার আগরতলায় চালকের গাফিলতিতে এক যান দুর্ঘটনা সংঘঠিত হয়।

হরেকরকম

মুখে বয়সের ছাপ পড়ছে! বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন কিশমিশের টোনার

জন্মদিনের পায়েস হোক কিংবা বিয়ে বাড়িয়ে পোলাও, কাজু আর কিশমিশ ছাড়া যেনো ঠিক জমে না। অন্যদিকে বাড়ির যেকোনো রান্নায় কাজু কিশমিশ দিকে তার স্বাদ যেনো আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আবার অনেকে শুধু কাজু কিশমিশ খেতে পছন্দ করেন।

কিন্তু জানেন কি, আপনার মুখের ব্রণ কিংবা যেকোনো দাগ দূর করতে কিশমিশের জুড়ি মেলা ভার। হ্যাঁ, কিশমিশের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আন্টি অক্সিডেন্ট, ভিটামিন বি৬ যা আপনার ত্বকের জন্য খুবই উপকারী।আমাদের ত্বকে সামান্য ব্রণ কিংবা ফুসকুড়ি হলেও বাজার থেকে নানা ধরনের ক্রিম নিয়ে আসি। যা সাময়িক ভাবে কাজ দিলেও পরে গিয়ে দেখা দেয় মারাত্মক সমস্যা। ত্বকে জ্বালা ভাব, কিংবা দাগের মতো সমস্যা দেখা দেয়। তবে এই সবের ওষুধ লুকিয়ে দিয়েছে এক চামচ কিশমিশের মধ্যেই। প্রতিদিন রাতে দুই কাপ জলে ভিজিয়ে রাখুন কিশমিশ। তারপরে সেই জল পরদিন সকালে ভালো ভাবে ছেকে নিয়ে টোনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই হাতেনাতে ফল পাবেন আপনি। অন্যদিকে পরে থাকা কিশমিশ দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন ফেসপ্যাক। আর তাতে সামান্য পরিমাণে গোলাপ জল দিয়ে লাগিয়ে রাখুন মুখে। মুখে জমে থাকা সমস্ত ময়লা থেকে শুরু করে দাগ নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যাবে। আগের থেকে অনেকটাই উজ্জ্বল হবে ত্বক, সেই সাথে বয়সের ছাপ গায়েব হবে সহজেই।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবিসি আচার ভালো কাজ করে

বহু ফিটনেস এনথুজিয়াস্টের পছন্দের তালিকাতেই রয়েছে এবিসি শরবত। এমনকী সেলিব্রিটিরাও নিজের ডায়েট চার্টে এই পানীয়টিকে রাখতে পছন্দ করেন। মালাইকা অরোরা বা করিনা কপুরের ইনস্টাগ্রামে চোখ রাখলেই তার প্রমাণ মেলে। তবে সম্প্রতি পুষ্টিবিদরা বলছেন, এবিসি শরবতে চিনির পরিমাণ অত্যধিক থাকায় হিতে বিপরীত ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। তাই শরবতের পরিবর্তে নিয়মিত এবিসি আচার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্যবিদেরা। পেটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এবিসি আচারের কোনও বিকল্প নেই। শুধু হজমশক্তি নয়, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এর জুড়ি মেলা ভার। শুধু কি তাই? নিয়মিত এবিসি আচার খেলে ত্বকের জেল্লা বাড়বে আপনার।

কী এই এবিসি আচার?

এবিসি আচার হল আমলকি, বিট এবং গাজরের মিশ্রণ। উপাদান- আমলা, বিট, গাজর, লবণ এবং জল। এছাড়াও রয়েছে মৌরি, জিরে ও লঙ্কা। এই উপাদানগুলিকে টুকরো করে লবণ জলে মিশিয়ে প্রাকৃতিকভাবে গেঁজিয়ে তুলে এই আচার তৈরি করা হয়। 'এবিসি আচার' হল আমলকি, বিট এবং

গাজরের পুষ্টিকর মিশ্রণে তৈরি এক ধরনের ফার্মেন্টেড আচার। এটি প্রোবায়োটিক হওয়ায় পেটের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। জুসের তুলনায় এই আচারে চিনি কম থাকে এবং ফার্মেন্টেডের কারণে উপকারী ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়, যা হজম ক্ষমতা বাড়ায়। অন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে। আমলকির ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, বিট রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, এবং গাজরের ফাইবার ও বিটা-ক্যারোটিন দেহের সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখে। বিটরুটে থাকে নাইট্রেট আর বিটালায়ানিন। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং রক্তনালীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও সাহায্য করে। সামগ্রিক ভাবে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই আচার।

বেশি লিপবাম ব্যবহারের কী কী অসুবিধা হয়

শীত আসছে। আর শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের একটু বাড়তি যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে বইকি। মুখ ও শরীরের ত্বকের সঙ্গে ঠোঁটের যত্নেও বেশ কিছুটা নজর দিতে হয়। কিন্তু সেজন্য ঘন ঘন লিপবাম ব্যবহার করা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ মহল। বেশি লিপবাম ব্যবহারের কী কী অসুবিধা রয়েছে জানেন?

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মাঝেমাঝেই লিপবাম ব্যবহার করলে ঠোঁট হয়ে পড়ে আরও বেশি শুস্ক। তাই যখন প্রয়োজন তখনই শুধু লিপবাম ব্যবহার

করুন। লিপ বাম নির্বাচনের সময় সচেতন হন। শিয়া বাটার ও কোকো বাটার সমৃদ্ধ লিপবাম আপনার ঠোঁটকে অনেকক্ষণ ধরে আদ্র রাখে। এবং শুষ্ক হওয়া থেকে আটকায় ও ঠোঁটের ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। তবে শুধু লিপবাম ব্যবহার করলেই হবে না। একইসঙ্গে ঠোঁটের রুক্ষতা দূর করতে সপ্তাহে এক বা দু'দিন সঠিক স্ক্রাবার দিয়ে ঠোঁটে স্ক্রাবিং করুন। এতে ঠোঁটের শুষ্কতা উধাও হবে এবং ঠোঁটের কোমলতা বজায় থাকবে। মুখ বা শরীরের মতো ঠোঁটের ত্বকেও ট্যান পরার সম্ভবনা থাকে। তাই চেষ্টা করুন এসপিএফ সমৃদ্ধ লিপবাম ব্যবহার করতে। এটি আপনার ঠোঁটের ত্বক ভালো রাখবে। সূর্যের প্রখর তাপ থেকেও রক্ষা করবে। ঘন ঘন ঠোঁট চাটেন? আপনার এই অভ্যাসও কিন্তু আপনার ঠোঁট মারাত্মকভাবে শুষ্ক করে দিতে পারে। তাই এই অভ্যাস পালটান।

সুন্দর চুল পেতে গরম নাকি ঠান্ডা জল কোনটি ভালো

সাম্প্রতিক সময়ে পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার কারণে অল্প বয়সেই চুল পড়ে যায়। এর অনেক কারণ থাকলেও বিশেষজ্ঞরা জানান, কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে চুল পড়া কিছুটা হলেও রোধ করা যায়।চুলকে সুন্দর রাখা প্রয়োজন সবসময় ।

শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনধারা যতটা প্রয়োজন, চুলের যত্নের জন্যও স্বাস্থ্যকর জীবনধারা মেনে চলতে হবে। এরজন্য বেশিকরে জল খাওয়া প্রয়োজন । ফলে চুলকেও স্বাস্থ্যকর করা যায় ।

সম্প্রতিক একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, চুলের বৃদ্ধির জন্য হাইড্রেট রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যা জার্নাল অফ কসমেটিক ডার্মাটোলজিতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়ও বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট নেওয়া ভালো । এর মধ্যে থাকা পুষ্টিগুণ চুলকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞরা জানান, স্নানের জন্য খুব গরম জল ব্যবহার করলে চুলের ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই স্নানের জন্য হালকা গরম জল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। চুল মজবুত করতে স্নানের পর কন্ডিশনার লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা জানান, যতটা সম্ভব স্নান করার পরে আপনার চুল স্বাভাবিকভাবে শুকাতে দেওয়া উচিত। সতর্ক করা হয় যে গরম হেয়ার ড্রায়ারের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে চুলকানি, অ্যালার্জি এবং চুল ফেটে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ-এর তথ্য অনুযায়ী, অতিরিক্ত গরম ভাপ চুলের গোড়াকে দুর্বল করে দেয়। এছাড়াও, স্নানের পর চুল মোছার জন্য নিয়মিত তোয়ালেগুলির পরিবর্তে মাইক্রোফাইবার ব্যাপার ব্যবহার করা ভালো।

বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন স্নান করার পরপরই চুল আঁচড়াবেন না। এতে বেশি চুল উঠে যায় । চুল একটু শুকিয়ে যাওয়ার পর চুল আঁচড়ানো ভালো । চুল আঁচড়ানোর জন্য একটি নরম ব্রিস্টলযুক্ত একটি চিরুনি ব্যবহার করা হয় ।

ঠান্ডা জায়গায় যাওয়ার সময়, উলের তৈরি টুপি দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে ।অন্যথায় ঠান্ডা বাতাস চুলের জন্য ক্ষতি করতে পারে। এটাও বলা হয় যে স্বাস্থ্যকর চুল গজাতে নিয়মিত চুল কাটা উচিত।

ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে গোপন রহস্য জানলেন নিশান্তিকা

ছোট পর্দায় কাজ করছেন বহুদিন। বড় প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গেও কাজ করেছেন একাধিক ধারাবাহিককে। মূলত নেগেটিভ চরিত্রেই দর্শক দেখেছেন তাঁকে। সকলের চেনা সিড়িয়াল অভিনেত্রী নিজের যত্ন কীভাবে করেন ? ত্বককে সুন্দর রাখতে কী করেন জানেন কি ? জানালেন অভিনেত্রী নিশান্তিকা দাস । অন ক্যামেরা কাজে মেকআপ করার ফলে ত্বকের কীভাবে যত্নে রাখেন ? অভিনেত্রী নিশান্তিকা বলেন, 'অন ক্যামেরা কাজ করতে গেলে ইনডোর-আউটডোর কাজ করতে হয় । এত লাইটও থাকে । এটা বহুদিন ধরে চলতে থাকলে ত্বকে সমস্যা হতে পারে । ফলে স্কিনে ট্যান পড়ে যায়, শুষ্ক হয়ে যায় । আমি যেটা করি রোজ প্রচুর পরিমাণে জল খাই । এছাড়াও এমন খাবার খাই যেটা আমাকে হাইড্রেটেট রাখতে সাহায্য করবে । সবসময় মশ্চরাইজার ব্যবহার করি ।' এছাড়াও বলেন, 'সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সানস্ক্রিন ব্যবহার । অনেকসময় ইনডোর স্যুট হলে আমরা সানস্ক্রিন ব্যবহার করি না । এটা সবথেকে বড় ভুল । যারফলে ত্বকে ইরিটেশন শুরু হয় ও শুষ্ক দেখাতে শুরু করে । তাই সবসময় চেষ্টা করা হয় ত্বককে হাইড্রেট রাখার ।' ভারী মেকআপ ত্বকের জন্য ক্ষতিকর ! কীভাবে পরিচর্যা করা হয় ? নিশান্তিকা বলেন, 'ভারী মেকআপে যেহেতু বহু সময় ধরে থাকতে হয় ফলে ত্বকে যে কোশগুলি থাকে সেগুলি অক্সিজেন নিতে পারে না । যখন আমার দরকার নেই বা কাজ নেই তখন আমি মেকআপ করি না । প্রথমে আমি বুঝতাম না । পরে বুঝলাম দরকার না থাকলে মুখে কিছু ব্যবহার ভালো করা ভালো নয় । শুধু মশ্চরাইজার লিপবাম এইটুকুই । কারণ বেশি মেকআপে থাকলে ত্বকে সমস্যা হয় অনেকসময় স্পটও হয়ে যায় । ওইকারণে একটু গ্যাপ দিয়ে করার চেষ্টা করি যাতে ত্বক ঠিক থাকে ।'

অন ক্যামেরা কাজে লংটাইম মেকআপ রেখে দেওয়াটা সাধারণ, বেশিক্ষণ মেকআপ রাখার পর কী করেন ? অভিনেত্রী জানান, ১০ ঘণ্টা ধরে মুখে মেকআপ থাকলে যখন তোলা হয় দেখা যায় ত্বকে ডালনেশ হয়ে গিয়েছে । মনে হয় ত্বকের মধ্যে প্রাণ নেই । যারফলে চোখ বসে যায়। কারণ যখন ত্বকে একটা লেয়ার থেকে যায় ত্বকের কোশ অক্সিজেন নিতে পারে না । তাই ত্বকে আমি সপ্তাহে একবার স্টিম নি । এতে হোয়াইট হেডস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। তাই ত্বক যত পরিষ্কার রাখা যায় ততই ভালো । এতে ত্বক অক্সিজেন নিতে সাহায্য করবে ।

'সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘুম । ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন । এছাড়াও রাত্রিতে টোনার ব্যবহার করা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । যেটা অনেকে মিশ করে যায় । আন্ডার আই জেল ব্যবহার করাও ভালো ।এগুলি ছাড়াও ভীতরের শরীর ঠিক না থাকলে বাইরে থেকে আমাদের ভালো লাগবে না । তাই আমি প্রতিদিন ভীষণ পরিমাণে সবজি খাই । যা ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো । সেটা এমন নয় যে আলাদা করে রান্না করা । আমি কুমড়ো, লাউ, পেঁপে প্রতিদিন খাওয়ার চেষ্টা করি । এতে স্টমাক বেশি পরিষ্কার থাকবে। স্টমাক পরিষ্কার থাকলে পেটও পরিষ্কার থাকবে । রোজ এটি খাওয়ার ফলে একমাসের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে । এটি খেতে সুস্বাদু না হলেও যদি কেউ প্রতিদিন খেতে পারে ফলাফল পাবে । তারজন্য ঝক্কি কিছু নেই সেদ্ধ করে খেলেই অনেক কাজে দেবে ।' এছাড়াও, শীতকালে সবজি যেমন-ব্রকলি, সিম এগুলি সেদ্ধ করে খাওয়া যেতে পারে । স্বাদযুক্ত করার জন্য অল্প মাখনও খাওয়া যায় । যা ত্বকের জন্য উপকারী । ঘরোয়া পদ্ধতিতে ত্বকের কীভাবে যত্ন নেন? এরজন্য তিনি বলেন, 'বাড়িতেই আমি ঘরোয়া জিনিস বেশি পছন্দ করি । মুসুরি ডাল, কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে দুটি একসঙ্গে গুড়ো করে তাতে দই ও মধু মিশিয়ে ব্যবহার করি । এটি স্নান করার আগে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলি । যেহেতু শীতকাল তাই চালের গুড়ো এড়িয়ে যাওয়া ভালো । গ্রীষ্মকালে চালের গুড়ো মেশানো যেতে পারে । এতে ত্বক ভালো থাকে ।'

সর্দি থেকে শুরু করে ত্বকের ময়লা সহজেই দূর করবে তুলসি পাতা

তুলসি গাছ যা সাধারনত আমাদের মধ্যবিত্ত বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মতে এই গাছকে পুজো করা হলেও এই রয়েছে বেশ কিছু ঔষুধি গুণ তুলসি গাছ যা সাধারনত আমাদের মধ্যবিত্ত বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মতে এই গাছকে পুজো করা হলেও এই রয়েছে বেশ কিছু ঔষুধি গুণ। যা শুনলে হয়তো অবাক হবেন আপনিও। প্রতিদিন সকালে মাত্র একটি তুলসি পাতা আপনাকে অনেক রোগের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে সহজেই।

আমাদের সকলের বাড়িতেই এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তাই আলাদা করে বাজার থেকে টাকা দিয়ে কেনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। শুধু তাই নয়, অযত্নেও খুব সহজেই বাড়িয়ে আনাচে কানাচে গজিয়ে ওঠে এই গাছ। আপনার যদি সর্দি কাশির সমস্যা থাকে তাহলে সহজেই বাড়িয়ে তুলতে পারে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে একটি তুলসি পাতা আর এক চামচ মধু খান, ফল পাবেন হাতেনাতে। তাছাড়া তুলসি পাতার মধ্যে রয়েছে আন্টি ব্যাকটেরিয়াল গুণ, যা চর্ম রোগ। ত্বক নিয়ে আমরা বরাবরই চিন্তিত, তবে এই গাছ আপনার ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে পারে সহজেই। প্রতিদিন সকালে দুটি করে তুলসি পাতা নিয়ে ভালো ভাবে বেটে তা টক দইয়ের সাথে মাখুন। মিনিট ১৫ রাখার পরেই ধুয়ে ফেলুন মুখ। মুখে ব্রণর দাগ থেকে শুরু করে তেল ভাব এমনকি লোমকূপে জমে থাকা ময়লা সহজেই পরিষ্কার করবে এই মিশ্রণ।

সপ্তাহে কতবার চুল ধোয়া উচিত

অনেকেই ইচ্ছামতো চুলে শ্যাম্পু করে থাকেন তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এটি একেবারেই উচিত নয় । আপনার চুল কতবার ধোয়া উচিত ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেকের জন্য আলাদা। কেউ কেউ প্রতিদিন শ্যাম্পু করেন, আবার কেউ কেউ সপ্তাহে একবার বা দু'বার।

কিন্তু যদি আপনার চুল ক্ষতিগ্রস্ত, শুষ্ক বা প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার শ্যাম্পু করার অভ্যাস একটি প্রধান কারণ হতে পারে। চুলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শ্যাম্পু করার সঠিক সময় জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেনে নেওয়া প্রয়োজন আপনার চুলকে সুস্থ রাখতে কতবার শ্যাম্পু করা দরকার ? কতদিন পর পর চুল ধোয়া উচিত ? শ্যাম্পু করার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে আপনার চুলের ধরণ, মাথার ত্বকের অবস্থা এবং জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে।

তৈলাক্ত মাথার ত্বকের চুল: যদি আপনার মাথার ত্বক দ্রুত তৈলাক্ত হয়ে যায়, তাহলে আপনাকে প্রতিদিন অথবা প্রতিদিন হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তা না করলে তেল এবং ময়লা জমা হতে পারে এবং চুলের গোড়া আটকে যেতে পারে। যারফলে খুশকি এবং চুল পড়ে যেতে পারে। শুষ্ক বা স্বাভাবিক মাথার ত্বকের চুল: যদি আপনার চুল শুষ্ক বা স্বাভাবিক হয়, তাহলে আপনার চুলকে প্রাকৃতিক তেল তৈরি করতে এবং চুলে পৌঁছতে যে সময় লাগে তা দেওয়া উচিত। এই ক্ষেত্রে, সপ্তাহে ২-৩ বার শ্যাম্পু করা উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে আপনার চুলের প্রাকৃতিক আর্দতা কমে যায়, যা এটিকে আরও শুষ্ক, ভঙ্গুর এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। কোঁকড়ানো চুল: কোঁকড়ানো চুলের টেক্সচার মাথার ত্বক থেকে সিবাম চুলের খাদে পৌঁছতে বেশি সময় নেয়। অতএব এই ধরণের চুলের প্রচুর প্রাকৃতিক আর্দ্রতা প্রয়োজন। এই ধরণের চুলের জন্য, সপ্তাহে একবার শ্যাম্পু করা যথেষ্ট। তবে আপনি কেবল এটিকে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে পারেন। এতে চুল খড়খড়ে ভাব থেকে রক্ষা করবে । কালার করা বা কোনও চিকিৎসা করা চুলের জন্য: যদি আপনি কেরাটিন দিয়ে আপনার চুল রঙ, চিকিৎসা বা সোজা করে থাকেন তাহলে আপনার চুল ইতিমধ্যেই দুর্বল এবং ভঙ্গুর। এটিকে রক্ষা করার জন্য সপ্তাহে একবার বা দু'বারের বেশি শ্যাম্পু করবেন না। সর্বদা সালফেট-মুক্ত এবং সফ শ্যাম্পু ব্যবহার করা প্রয়োজন । অতিরিক্ত শ্যাম্পু করলে কীভাবে ক্ষতি হয় ? যখন শ্যাম্পু করা হয় তখন মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় । প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হলে এই সমস্যা হতে পারে: চুল শুষ্ক, কোঁকড়ানো এবং প্রাণহীন হয়ে যায়। চুল তার স্থিতিস্থাপকতা হারায়, যার ফলে ভেঙে যায়। রঙ করা চুল দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায়। কম পরিমাণে শ্যাম্পু করার ঝুঁকি অন্যদিকে, খুব কম শ্যাম্পু করার ফলে মাথার ত্বকে ময়লা, মৃত ত্বকের কোষ এবং তেল জমা হতে পারে। এটি মাথার ত্বকের ছিদ্রগুলিকে আটকে দিতে পারে, যার ফলে: মাথার ত্বকে চুলকানি এবং খুশকি। চুল পড়া।

চুলের বৃদ্ধি চক্র প্রভাবিত হয়।

চুল আঠালো এবং ভারী হয়ে যায়।

ব্রণ কেবল মুখেই নয়, পিঠেও হতে পারে

ঠিক মুখের মতোই, পিঠ এবং কাঁধে প্রায়শই ব্রণ দেখা দেয় যা পিঠের ব্রণ নামে পরিচিত। এরফলে পিঠে চুলকানি এবং দাগ দেখা দেয় । আমরা প্রায়ই মুখের ব্রণের কথা বলি, কিন্তু পিঠ এবং কাঁধে ব্রণ, যা পিঠের ব্রণ বা ব্যাকনে নামেও পরিচিত । এটিও সমানভাবে সাধারণ এবং বিরক্তিকর সমস্যা। তাপ এবং ঘাম এই সমস্যাটিকে আরও খারাপ করতে পারে। আঁটসাঁট পোশাক, ঘাম এবং সঠিক যত্নের অভাব হল এর কিছু প্রধান কারণ। কিন্তু চিন্তা করার কোনও বিষয় নেই । কয়েকটি সহজ পদক্ষেপের মাধ্যমে আপনি এটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারেন। জেনে নেওয়া প্রয়োজন ব্রণ নিরাময়ের জন্য কার্যকর কিছু টিপস । সঠিক পরিষ্কারকরণ এবং এক্সফোলিয়েশন অপরিহার্য: ব্রণ প্রতিরোধের জন্য সঠিক পরিষ্কারকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন স্নানের সময় আপনার পিঠের ত্বক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করুন। একটি হালকা, তেল-মুক্ত ক্লিনজার বা স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত বডি ওয়াশ ব্যবহার করুন। স্যালিসিলিক অ্যাসিড ছিদ্র থেকে অতিরিক্ত তেল এবং মৃত ত্বকের কোষ অপসারণ করতে সাহায্য করে। সপ্তাহে ২-৩ বার মৃদু এক্সফোলিয়েশন করা উচিত। আপনি এক্সফোলিয়েটিং গ্লাভস বা লুফা ব্যবহার করতে পারেন, তবে মনে রাখবেন যে অতিরিক্ত ঘষা ত্বকে জ্বালা করতে পারে এবং সমস্যাটিকে আরও খারাপ করতে পারে। স্নানের পরে, একটি পরিষ্কার, নরম তোয়ালে দিয়ে আপনার পিঠ শুকিয়ে নিন, কিন্তু ঘষবেন না। ঘামে ভিজে যাওয়া পোশাক অবিলম্বে পরিবর্তন করুন: ব্যায়াম, রোদে হাঁটা, অথবা যেকোনও কারণে ঘাম হওয়ার পর, ভেজা বা ঘর্মাক্ত পোশাক অবিলম্বে পরিবর্তন করুন। আর্দতা এবং তাপ ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, যা ব্রণকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। সুতির বা এমন পোশাক পরুন যা ত্বককে শ্বাস নিতে সাহায্য করে। টাইট বা সিন্থেটিক পোশাক এড়িয়ে চলুন কারণ এগুলো ঘাম ঘষে আটকে রাখতে পারে, ছিদ্র আটকে দিতে পারে।

ময়শ্চারাইজ করতে ভুলবেন না: অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকের ময়েশ্চারাইজারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। স্নানের পরে, ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দতা হ্রাস পায়। আপনি যদি আপনার ত্বককে হাইড্রেট না করেন, তাহলে এটি আরও বেশি তেল উৎপন্ন করবে। অতএব, নন-কমেডোজেনিক, তেল-মুক্ত এবং হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। এটি আপনার ত্বককে হাইড্রেটেড রাখবে এবং ব্রণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। চুলের যত্নের পণ্যগুলিতে মনোযোগ দিন: আমরা প্রায়শই এটি উপেক্ষা করে থাকি তবে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার এবং চুলের সিরামের মতো পণ্যগুলি প্রায়শই আমাদের পিঠে প্রবাহিত হয় এবং স্নানের সময় সেখানে জমা হয়। এই পণ্যগুলি তৈলাক্ত এবং এতে এমন রাসায়নিক থাকে যা ছিদ্র বন্ধ করতে পারে। এটি এড়াতে স্নানের আগে প্রথমে আপনার চুল শ্যাম্পু করুন এবং কন্ডিশন করুন । তারপর আপনার পিঠ থেকে রাসায়নিক অপসারণের জন্য ক্লিনজার দিয়ে আপনার শরীর ধুয়ে ফেলুন। আপনার পিঠে চুলের পণ্য ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করুন। খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুন: আপনার খাদ্যাভ্যাস সরাসরি আপনার ত্বকের উপর প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত চিনিযুক্ত, ভাজা এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে ব্রণ আরও খারাপ হতে পারে। আপনার খাদ্যতালিকায় ফ্রেস ফল এবং সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করুন এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন।

রবিবার আগরতলায় কর্পোরেটর রত্না দত্তের উপস্থিতিতে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বঙ্গাইগাঁওয়ে বৃহত্তর কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে বিক্ষোভ, হাজারো মানুষের সমাগম

বঙ্গাইগাঁও, ৯ নভেম্বর: আজ, ৯ই নভেম্বর, বৃহত্তর কামতাপুর রাজ্য এবং কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত উপজাতি মর্য্যাদার দাবিতে এক বিশাল বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভে হাজারো মানুষ অংশগ্রহণ করে তাদের দীর্ঘকালীন দাবি পুনরায় তোলেন।

এই বিক্ষোভটি আয়োজিত হয়েছিল একাধিক সংগঠন, যেমন ''অল কোচ রাজবংশী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন'', ''কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন'', ''অল অসম কোচ রাজবংশী সম্মিলনী'' এবং আরও বিশটিরও বেশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা নানা স্লোগান দেন এবং প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রতি তাদের পুরনো দাবি পূরণের আহ্বান জানান। বিক্ষোভকারীরা বলেন, কোচ-রাজবংশী জনগণের পরিচয়, সংস্কৃতি এবং অধিকার রক্ষার জন্য রাজ্যত্ব এবং এসটি মর্য্যাদা অত্যন্ত জরুরি।

এদিনের বিক্ষোভে অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে বিশাল সংখ্যক মানুষ যোগ দেন। বিক্ষোভের সময় আন্দোলনকারীরা রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং হুঁশিয়ারি দেন যে, যদি তাদের দাবি দ্রুত মেনে না নেওয়া হয়, তবে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

বক্তারা বলেন, 'কামতাপুর রাজ্য এবং এসটি মর্য্যাদা একে অপরের পরিপূরক দাবি, যা কোচ-রাজবংশী জনগণের উন্নয়ন ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

রাজ্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়, তারা যেন দ্রুত এই আন্দোলনের দাবি মেনে নিয়ে কোচ-রাজবংশী জনগণের ইতিহাস ও অধিকারকে সম্মান জানায়।

শালবাগানে গলফ কোর্স পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে আগরতলার শালবাগানস্থিত বিএসএফ'র গলফ কোর্স পরিদর্শন করেন। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি অলক কুমার চক্রবর্তী এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। রাজ্যপাল গলফ কোর্স পরিদর্শন করেন এবং গলফ খেলেন। পরে তিনি বিএসএফ গলফ ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গাড়ি দুর্ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

সরিয়ে নিতে গেলে ভারসাম্য হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। সৌভাগ্যবশত, গাড়িটি সামান্য দূরত্বেই পার্শবর্তী একটি পুকুরে পড়া থেকে বেঁচে যায়। প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া জানান, "ঘটনাটি একেবারেই আকস্মিক ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সবাই অক্ষত আছি।" ঘটনায় কেউ আহত না হলেও গাড়িটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এডিসি নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

ভিলেজ মাঠে আয়োজিত এই যুব সম্মেলনে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি তথা বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি রামপ্রসাদ শীল, শান্তির বাজার মন্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক, কৃষাণ মোর্চার দক্ষিণ জেলা সভাপতি সত্যব্রত সাহা, দক্ষিণ জেলার এসসি মোর্চার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা, এবং শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনকে আরও মজবুত করে আসন্ন এডিসি ও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জয়ী করার জন্য যুবকদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তারা বিগত বাম আমলের 'অন্ধকার ও ঘৃণ্য' দিনগুলোর চিত্র তুলে ধরে বর্তমান সময়ে বামদের 'অপপ্রচার ও ভ্রান্ত তথ্যের রাজনীতি' সম্পর্কে সতর্ক থাকার বার্তা দেন। বক্তাদের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে "বাম দল পেছনের দরজায় ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টায় লিপ্ত, তাই বিজেপি কর্মীদের একত্রিত হয়ে তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে হবে।" আজকের যুব জমায়েতে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা স্থানীয় রাজনীতিতে উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

কমিশন বাণিজ্যে

● প্রথম পাতার পর

বাণিজ্যে যুক্ত। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের স্বীকারোক্তির উল্লেখ করে বলেন, তিনি স্বয়ং মিডিয়ার সামনে 'সোর্স মানি'-র কথাও স্বীকার করেছেন। ফলে ঠিকাদাররা কম টাকায় নিম্নমানের রাস্তা নির্মাণে বাধ্য হচ্ছেন, যার ফলে পরিবহন শ্রমিকরা চরম দুর্ভোগে পড়ছেন।গ্রাম শহরের রাস্তাঘাটের বেহাল চিত্র ফুটে উঠছে।

নেতৃত্বরা বলেন, বিজেপি জোট সরকার দুর্নীতির পাহাড় তৈরি করেছে এবং নারী নির্য্যাতনের ক্ষেত্রেও রেকর্ড গড়েছে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে আগামী ১০ নভেম্বর শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সমাবেশে অংশ নিয়ে প্রতিবাদের জোয়ার তুলতে হবে।এদিন বক্তারা আহ্বান জানানফ্যাসিস্ট শক্তির সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আগরতলায় ১০ নভেম্বরের প্রকাশ্য সমাবেশকে ঐতিহাসিক সাফল্যে পরিণত করতে হবে। ১০ ও ১১ নভেম্বর সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্মেলনে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অধিকার, বেকারত্ব ও দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করা হবে।

বক্তাদের প্রশ্ন, "ধর্মনগর শান্তির শহর বলা হলেও আজ কি সত্যিই শান্তি আছে?" তারা উল্লেখ করেন, রাজ্যের ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ স্পষ্ট, এমনকি জেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই অফিসটি গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে সিল করতে হয়েছে। প্রতিনিয়ত মানুষ আজ হয়রানি শিকার, এটাই কি সুশাসন। এদিনের সভায় উপস্থিত জনতা ও শ্রমজীবী মানুষদের আহ্বান জানান, আসন্ন রাজ্য সম্মেলন ও আগরতলার প্রকাশ্য সমাবেশকে ঐতিহাসিকভাবে সফল করার জন্য।শ্রমিক ঐক্য ও সরকারের শ্রমবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একত্রে লড়াইয়ের অঙ্গীকারে শেষ হয় প্রকাশ্য সভা।

বিএসএফের উপর হামলা অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

নম্বরের বোলেরো গাড়ি নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন মিঠুন কবির নামে এক অভিযুক্ত।

জানা গেছে, কয়েকদিন আগে বিশালগড় নিউ মার্কেট এলাকায় বিএসএফের উপর হামলার ঘটনায় এই বোলেরো গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে মিঠুন কবির নিজেই গাড়িসহ থানায় আত্মসমর্পণ করেন। বর্তমানে তিনি পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের ধারণা, এই হামলায় আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারে। তাঁদের শনাক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে এবং খুব শিগগিরই আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। স্থানীয়দের মধ্যে ঘটনাটি নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গুজরাট থেকে

● প্রথম পাতার পর

তিনজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা আইএসআইএসের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং ভারতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল। গুজরাট এটিএস জানিয়েছে, গত এক বছর ধরে এরা তাদের নজরে ছিল এবং সম্প্রতি অস্ত্র সরবরাহের প্রক্রিয়া চলাকালে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। 'এই সন্ত্রাসীরা গুজরাটে অস্ত্র আদান-প্রদান করতে এসেছিল এবং তারা সারা দেশে একাধিক স্থানে হামলার পরিকল্পনা করছিল। তিনজন গ্রেপ্তারকৃত সন্ত্রাসী দুটি আলাদা মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এবং বর্তমানে তদন্ত চলছে তাদের সম্ভাব্য লক্ষ্য এবং হামলার স্থান শনাক্ত করার জন্য,' এটিএসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। এদিকে, এই বছরের শুরুর দিকে গুজরাট এটিএস পাঁচজন আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (এ কিউ আই এস) সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের মধ্যে একটি মহিলা, শামা পারভিন, বেনগালুরু থেকে গ্রেপ্তার হন, যিনি পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যুক্ত অনলাইন সন্ত্রাসী মডিউল পরিচালনা করছিলেন। গ্রেপ্তার হওয়া সন্ত্রাসীদের মধ্যে ছিলেনফারদিন শেখ, সাইফুল্লাহ কুরেশি, মোহাম্মদ ফাইক এবং যীশান আলি। তাদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আল-কায়েদার উগ্রবাদী মতবাদ প্রচারের অভিযোগ রয়েছে। যীশান আলি, এক প্রধান অভিযুক্ত, তার বাসায় একটি বেআইনি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল এবং জীবন্ত গোলাবারুদ পাওয়া যায়, যা অনুসন্ধানী কর্মকাণ্ডের পর উদ্ধার করা হয়। গুজরাট এটিএস কর্মকর্তারা জানান, এদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র এবং গোলাবারুদ জব্দ করা হয়েছে যীশান আলির বাসায়, যা তার গ্রেপ্তারের পর করা অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ।

এটিএসের তদন্তে উঠে এসেছে যে, এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী "ঘাজওয়া-ই-হিন্দ" নামক সন্ত্রাসী আন্দোলনকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, যা ভারতের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের আহ্বান জানাচ্ছিল এবং অমুসলিমদের ওপর সহিংস আক্রমণের উসকানি দিচ্ছিল। এই তদন্তে একাধিক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অনারফুল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৬৭ এবং ভারতীয় ন্যায় সাঙ্খিতা, ২০২৩। গুজরাট এটিএস কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, পরবর্তী তদন্তের জন্য আরো বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই পাওয়া যাবে।

রাজ্যে প্রথমবার আদালতের

● প্রথম পাতার পর

ট্রাফিক সুপার কান্তা জাহাঙ্গীরসহ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

ট্রাফিক এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর জানান, গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিকট শব্দ সৃষ্টিকারী বাইকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেইসব অভিযানে পুলিশ বিপুল সংখ্যক নন-স্ট্যান্ডার্ড সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করে। আদালতের নির্দেশ অনুসারে সেগুলি এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বিনষ্ট করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, "বিকট শব্দ শুধু জনসাধারণের অসুবিধাই সৃষ্টি করে না, এটি শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং মানুষের মানসিক শান্তির স্বার্থে এই ধরনের সাইলেন্সার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

এছাড়াও তিনি সতর্ক করে বলেন, ভবিষ্যতেও এমন অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে। যারা বাইকে এই ধরনের বিকট শব্দযুক্ত সাইলেন্সার ব্যবহার করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন বাজেয়াপ্ত সাইলেন্সারগুলি ট্রাফিক বিভাগের উপস্থিতিতে ভাঙচুর করে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেও শব্দ দূষণ রোধে সচেতন হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা স্পিকার ওম বীরলা ১০ নভেম্বর কোহিমায় সিপিএ ভারতের ২২তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করবেন

কোহিমা, ৯ নভেম্বর: লোকসভা স্পিকার ওম বীরলা ১০ নভেম্বর, শনিবার কোহিমায় সিপিএ (কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন) ভারতের অঞ্চল-৩ এর ২২তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। এই সম্মেলনটি উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্লামেন্টারি সহযোগিতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে।

দুই দিনের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যের আইনপ্রণেতা এবং সভাপতিরা। সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে: 'নীতি, অগ্রগতি এবং জনগণ: পরিবর্তনের উৎস হিসাবে আইনসভা।'

সম্মেলনে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও, রাজ্যসভার উপ-সভাপতি হরিবংশ এবং নাগাল্যান্ড বিধানসভার স্পিকার এবং সিপিএ অঞ্চল-৩-এর চেয়ারম্যান শেরিঙ্গাইন লংকুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।আলোচনার মূল বিষয় দুটি উপ-বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হবে ১) "বিক্সিত ভারত" (উন্নত ভারত) অর্জনে আইনসভাগুলির ভূমিকা এবং ২) জলবায়ু পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, বিশেষত সম্প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে।

ভারতের জাতীয় সংগীত বন্দে মাতরম এর ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন শুরু ৭ নভেম্বর থেকে

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের জন্য এক বিশাল এবং এক বছরের দীর্ঘ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে, যা ৭ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে চলবে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। এই উদ্যোগটি গত ১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে এবং এর উদ্দেশ্য হল জাতীয় সংগীত "বন্দে মাতরম" এর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও দেশপ্রেমিক ঐতিহ্যকে উদযাপন করা।

সংস্কৃতি মন্ত্রকের এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বন্দে মাতরম" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি অমূল্য ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মন্ত্রকের মতে, 'এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারতের ঐক্য এবং আত্মসম্মান প্রক্ষেপণের এক অসাধারণ প্রতীক হয়ে উঠেছিল, যা শেষ পর্যন্ত জাতির প্রতি নিবেদন ও দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'সরকার ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উদযাপনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছে। প্রথম পর্যায়টি ৭ নভেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে, যেখানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়টি প্রজাতন্ত্র দিবসের সময়, ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। তৃতীয় পর্যায়টি ৭ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এবং এটি হর ঘর তেরঙ্গা ২০২৬ এর সাথে মিল রেখে পালন করা হবে। শেষ পর্যায়টি, চতুর্থ পর্যায়, ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এবং এটি উদযাপনের সমাপ্তি সপ্তাহ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

১৯৭৫ সালের আক্ষয় নবমী তিথিতে "বন্দে মাতরম" গানটি প্রথম রচিত হয়েছিল। এটি বাংলা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস *আনন্দমঠ* থেকে নেওয়া। গানটি প্রথম "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে ১৮৮২ সালে আলাদা বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতি মন্ত্রকের সেক্রেটারি বিবেক আগারওয়াল এক চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, 'বন্দে মাতরম' গানটি ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয় পরিচয়ের উত্থান এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেতনা সৃষ্টি করেছিল, এবং তা আজও দেশের প্রতি নিবেদন ও দেশপ্রেমের এক চিরস্থায়ী প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসন্ন বর্ষব্যাপী উদযাপনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দেশজুড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা কার্যক্রম, এবং বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী আয়োজিত হবে। ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে দেশব্যাপী একটি বিশাল "বন্দে মাতরম" গানের সমাবেশ আয়োজন করা হবে, যেখানে বিভিন্ন ক্যাপফ (কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী) এবং রাজ্য পুলিশের ব্যান্ড দল অংশ নেবে।

সরকারি বার্তায় জানানো হয়েছে, 'এই উদযাপনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান তুলে ধরার এবং জাতীয় ঐক্য, ত্যাগ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার একটি সুযোগ প্রদান করবে।'

বিজেপি ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ভারতের ১৫০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে "বন্দে মাতরম" গানটি একযোগে গাওয়ার আয়োজন করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তারুণ চুঘ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এই ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ৭ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত এই উদযাপন চলবে, যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান থাকবে ভারতের ১৫০টি স্থানে "বন্দে মাতরম" গাওয়ার জন্য।'পদক্ষেপের মাধ্যমে "বন্দে মাতরম" গানের প্রতি জাতির ভালোবাসা, একতা ও দেশসেবা প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় হবে, যা স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের ইতিহাসে এক অমূল্য সাংস্কৃতিক ও দেশপ্রেমিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

দেশব্যাপী ১০০টি ৫জি ল্যাব স্থাপন, ৬জি গবেষণায় নতুন দিগন্ত

নয়াদিল্লি,৯ নভেম্বর : নতুন প্রযুক্তি এবং গবেষণায় আগ্রহী ভারত ৫জি এবং ৬জি খাতে তার উপস্থিতি আরও দৃঢ় করতে চায়। সম্প্রতি, দূরসংচার বিভাগ জানিয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি ৫জি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এই ল্যাবগুলো দেশকে উন্নত প্রযুক্তি গবেষণা, উদ্ভাবন এবং ৬জি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা জোরদারে সহায়তা করবে।

এই উদ্যোগের সাথে, ভারত ৬জি এলায়েন্স আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ৬জি সম্পর্কিত সংস্থার সাথে ১০টি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি সই করা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক ৬জি পেটেন্টে ভারতের ১০ শতাংশ অবদান রাখা।

প্রসঙ্গত, দূরসংচার সচিব নীরজ মিত্তাল অনুষ্ঠানে জানান, 'ডিজিটাল কমিউনিকেশন বর্তমানে দেশের সব অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। ভারত ৫ও রোলআউটের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম দ্রুতগামী দেশ হয়ে উঠেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এই ১০০টি ৫জি ল্যাব ভারতকে ৬জি প্রযুক্তিতে বৈশ্বিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। সরকার নিরলসভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন, দেশীয় উৎপাদন এবং সরকার, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এর কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' ৬জি সম্পর্কিত ১০০টিরও বেশি গবেষণা প্রকল্প বর্তমানে সমর্থন পাচ্ছে, যার মধ্যে ওপেন রান, দেশীয় চিপসেট, এআই-ভিত্তিক স্মার্ট নেটওয়ার্ক এবং রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ক কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, ভারতের দূরসংচার লক্ষ্য এবং দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়নের উপর আলোচনা করা হয়। এছাড়াও, একটি প্যানেল আলোচনায় ৫ও ইকোসিস্টেম সম্প্রসারণ, ন্যাভ আইসি এল১ সিগন্যাল দিয়ে দেশীয় পিএনটি প্রযুক্তি এবং ডি২এম থেকে ৬জি পর্যন্ত নতুন প্রযুক্তির স্ট্যাক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইস্টিক ২০২৫ নামক এই অনুষ্ঠান ৩ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দেশের এবং বিদেশের ৩,০০০'র বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী, ইনোভেটর, শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকরা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আসামে, একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন: প্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রীর সফরের ঘোষণা

গুয়াহাটী, ৯ নভেম্বর : আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৬ নভেম্বর জানিয়েছেন যে, আগামী ৭ থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আসাম সফর করবেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৭ নভেম্বর গুয়াহাটীতে আসবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি দুই দিনব্যাপী সফরে আসবেন এবং ৮ নভেম্বর গুয়াহাটীর নতুন সেমিকন্ডাক্টর প্লান্ট পরিদর্শন করবেন। সীতারামন গুয়াহাটীতে বিশ্বমানের নির্মিত একটি নতুন ল্যান্ড ওয়াটার টার্মিনাল এবং একটি রিভারফ্রন্ট গার্ডেনও উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, ৮ নভেম্বর তিনি "কানকলতা বারুয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি" নামক একটি নতুন গ্রীনফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৯ নভেম্বর গুয়াহাটী সফর করবেন। তিনি লাচিত ঘাটে ভারতীয় বায়ু সেনার একটি অ্যারো শো-তে অংশগ্রহণ করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা আরও জানান, আসামের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ১-২ মাসের মধ্যে আসাম সফরে আসবেন। তিনি বলেন, 'আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে আসাম একটি জাতীয় নেতাদের সমাবেশ দেখতে পাবে।'

প্রধানমন্ত্রীর আসাম সফরের বিস্তারিত জানিয়ে শর্মা বলেন, মোদী গুয়াহাটী এবং ডিব্রুগড় সফর করবেন। গুয়াহাটীতে তিনি নতুন টার্মিনাল ভবন উদ্বোধন করবেন, এবং ডিব্রুগড়ে যৌথভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় একটি নতুন সার কারখানির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এরপর তিনি গুয়াহাটী-উত্তর গুয়াহাটী ব্রিজের উদ্বোধন করবেন।

গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের সফরের সময় তিনি দুটি বড় সাংস্কৃতিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন একটি ৫,০০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম যা জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালা ও বিষ্ণু প্রসাদ রবহার নামে নিবেদিত, এবং মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জন্মস্থলে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে এইসব উন্নয়নমূলক সফর আসামের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।

রবিবার আগরতলায় রাজভবনে উত্তরাখন্ড দিবস পালন করা হয়।

রাজ্য পুলিশ মহাপরিদর্শকের টিএসআর তৃতীয় ব্যাটেলিয়ন সদর ও সালেমা থানার পরিদর্শন

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকর আজ কচুছড়াস্থিত ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের সদর কার্য্যালয় এবং সালেমা থানা পরিদর্শন করেন। সূত্রে জানা গেছে, সফরকালে ডিজিপি অনুরাগ টিএসআর জওয়ানদের সাথে বৈঠক করেন এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ব্যাটেলিয়নের প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা, এবং কর্মীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন।
পরে তিনি সালেমা থানায় যান এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করেন। থানার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেন।

বক্সনগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ নভেম্বর: সম্প্রতি বক্সনগর প্রেস ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এক উৎসবমুখর পরিবেশে। সভার মাধ্যমে প্রেস ক্লাবের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে উপদেষ্টা রানা দেব প্রভাত ঘোষ-কে সভাপতি, মোশারফ হোসেন কবির-কে সম্পাদক এবং এলিয়াজ হোসেন-কে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।কমিটির পদাধিকারী গন হলেন সহ সভাপতি মুমিনুল হক সহ সম্পাদক মাফুজের রহমান অফিস সম্পাদক কাউসার আলম কার্যকরী সদস্য কাউসার আহমেদ ও জুয়েল উদ্দিন অং কমিটির সাধারণ সদস্যরা হলেন সুকেনশুক্ল দাস আলামিন হোসেন রুলামিন হোসেন আনোয়ার হোসেন তাইফুর রহমান শরীফ মিয়া নতুন কমিটির অন্যান্য পদে নির্বাচিত সদস্যরাও প্রেস ক্লাবের উন্নয়ন, সাংবাদিকদের কল্যাণ এবং স্থানীয় সংবাদ পরিবেশনের মানোন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় বিদায়ী কমিটির সদস্যরা নতুন নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানান এবং আগামীর কর্মকৌশল নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর বিধান সভার জন প্রিয় বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন নব নিবাচিত কমিটির পক্ষ থেকে বিধায়ক মহাশয় সংবধনা প্রদান করা হয়েছে। শেষে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের হাতে উওরী ও স্মারক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। বক্সনগর প্রেস ক্লাবের নবগঠিত কমিটি আগামী এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবে বলে জানানো হয়েছে।

সোনামুড়ায় বিশাল গাঁজা বিরোধী অভিযান, ধ্বংস ৩৬টি গাঁজার বাগান ও ২টি নার্সারি

সোনামুড়া, ৯ নভেম্বর: গাঁজাচাষ বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ ও বিএসএফ। শুক্রবার সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর ও বাতাদোলা এলাকায় পরিচালিত যৌথ অভিযানে প্রায় ৩৬টি গাঁজা বাগান এবং ২টি গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে। অভিযানে ধ্বংস হওয়া গাছ ও চারা মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁজা গাছ ছিল বলে জানা গেছে। পুরো চাষটি প্রায় ৪০ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত ছিল, যা বন দপ্তরের অন্তর্গত ভূমি। এই বিশাল অভিযানে অংশ নেয় সোনামুড়া থানার পুলিশ, ৮১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ (দীপক বিওপি, ধনপুর বিওপি, এনসি নগর বিওপি, বাতা লাভ বিওপি, মতিনগর বিওপি, আনন্দপুর বিওপি), এছাড়াও উপস্থিত ছিল সোনামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ, বক্সনগর ফরেস্ট রেঞ্জ, ১ম বিএন টিএসআর (পুরুষ ও মহিলা), ১১

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবার আগুনে পুড়ে ছাই রান্নাঘর সহ প্রয়োজনীয় জিনিস

কল্যাণপুর, ৯ নভেম্বর : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হল এক অসহায় পরিবার। কল্যাণপুরের দক্ষিণ ঘিলাতলীর অভিচরণ মাস্টার পাড়ায় রবিবার সকালে আকস্মিক আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে সরজিৎ দাস নামে এক কৃষিজীবী পরিবারের রান্নাঘর।
স্থানীয়রা জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক অনটনে ভুগছিল সরজিৎ দাসের পরিবার। কৃষিকাজ ও দিনমজুরির টাকাতেই কোনোমতে সংসার চলে। পরিবারের রান্নাঘরটি ছিল ছনের ছাউনি দেওয়াবর্তমান সময়ে যা বিরল দৃশ্য। রবিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রান্নার চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
ছনের ছাউনি হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যেই আগুন চারপশে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিজেদের উদ্যোগে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান, তবে ততক্ষণে স্থানীয়দের প্রচেষ্টাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
সৌভাগ্যবশত ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও রান্নাঘরের যাবতীয় সামগ্রী সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পর্যালোচনা করেছেন দমকল কর্মীরা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারটির পাশে এখন প্রশাসন ও সমাজের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে সহানুভূতির সুর ছড়িয়ে পড়েছে।

সাপে কামড়ে আহত পততি রিয়াং-এর প্রাণরক্ষা, তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম মজুত থাকায় বিপদমুক্ত

তেলিয়ামুড়া, ৯ নভেম্বর : মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ৪৩ মাইল এলাকার বাসিন্দা পততি রিয়াং-এর প্রাণরক্ষা সম্ভব হয়েছে সময়মতো চিকিৎসা পাওয়ায়। কয়েকদিন আগে বিষধর সাপের কামড়ে গুরুতরভাবে আহত হন তিনি। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে সৌভাগ্যবশত পর্যাপ্ত স্নেক অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন মজুত ছিল, যা কয়েক মাস আগেও ছিল না। চিকিৎসকরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন এবং সময়মতো ইনজেকশন প্রয়োগ করায় পততি রিয়াং বিপদমুক্ত হন।
ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি অসুস্থ পততি রিয়াং-এর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন।
মন্ত্রী জানান, "সরকারি হাসপাতালগুলোতে যাতে সবসময় প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ইনজেকশন মজুত থাকে, তা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"
এই ঘটনায় এলাকাবাসী তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার মেলবন্ধন ঘটে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর: শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার মেলবন্ধন ঘটে এবং নিজের বিকাশ করা সম্ভব হয়। ক্যুইজ শুধুমাত্র একটি প্রতিযোগিতাই নয়, এটি প্রতিভা অনুসন্ধান ও জ্ঞানচর্চার একটি মাধ্যমও। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা ইনফো ডট কম আয়োজিত মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী এবং উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ইনফো ডট কম আয়োজিত মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরাও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এজন্য তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী ইনফো ডট কমের মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতার সাফল্য কামনা করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ হাজার টাকা দান করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে প্রমুখ।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি সনদ পেশ করল রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ

আগরতলা, ৯ নভেম্বরঃত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবি সনদ পেশ করল রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘ। রাজ্যের কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছে।
সংগঠনের প্রতিনিধিরা আজ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দাবি সনদ তুলে দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। এই উপলক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়।
রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংঘের কর্মকর্তারা জানান, তাদের মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে - কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্যেও অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করা, 'এক দেশ, এক বেতন' নীতি কার্যকর করা, চুক্তিভিত্তিক ও অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, পেনশন সুবিধা পুনর্বহাল করা, এবং কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ।
সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, রাজ্য সরকার দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলে রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং প্রশাসনিক কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

ত্রিপুরা শুটিং এসোসিয়েশনের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৯ নভেম্বর : ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত ত্রিপুরা শুটিং অ্যাসোসিয়েশন-এর বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর এক বেসরকারি হোটেলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তথা বিধায়ক পল দাংশু, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, নর্থ ইস্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জন এফ. খারসিং সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং রাজ্যে শুটিং খেলাকে আরও প্রসারিত করার বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। সভাপতি পল দাংশু জানান, রাজ্যের প্রতিভাবান শুটারদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংগঠন কাজ করে চলেছে।
অন্যদিকে, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে যুব সমাজকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। সভায় অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

হনুমার পর বিজয়েরও দেড়শ : ৬ শতাধিক স্কোর ত্রিপুরার, ইনিংস জয়ের হাতছানি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিজয় শংকরের অপরাজিত দেড়শ"। হনুমা বিহারীর ১৫৬ রানের অনবদ্য ইনিংসের পর। আরও রয়েছে তিনটি অর্ধশতক। সব মিলে সমৃদ্ধ স্কোর ত্রিপুরা দলের। আসামের বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে। সফরকারি আসামকে এখন ফলোঅন এড়াতে লড়তে হচ্ছে। আগামীকাল সোমবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে ৫৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে খেলা শুরু করতে হবে। হাতে উইকেট রয়েছে ছয়টি। ত্রিপুরা দলের বোলারদের লক্ষ্য রয়েছে ম্যাচের তৃতীয় দিনে আগামীকাল আসাম দলের প্রথম ইনিংসে শেষ করিয়ে ফলোঅনে খেলতে বাধ্য করা। অতঃপর টার্গেট থাকবে ইনিংস সহ জয়ের সুবাদে ৭ পয়েন্ট প্রাপ্তির। প্রথম দিনের সংগৃহীত চার উইকেটে ৩১৬ রান হাতে নিয়ে ব্যাটিং শুরু করে ত্রিপুরা দল সাত উইকেটে ৬০২ রানে পৌঁছে ইনিংস ঘোষণা করে। দলের পক্ষে হনুমা বিহারীর ১৫৬ রান এবং বিজয় শংকরের অপরাজিত ১৫০ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বিহারী ২২৮ বল খেলে ১৮টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৫৬ রান পায়। এদিকে বিজয় শংকর ১৪৩ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও চারটি বাউন্ডারি মেরে ১৫০ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। সেন্টু সরকারের ৯৪ রানে কট বিহাইন্ড হয়ে প্যাভেলিয়নে ফেরার বিষয়টা অনেকটাই আফসোসের। এছাড়া রানা দত্তের ৫১ রান এবং দলনেতা মনি শংকর মুরাসিংয়ের এর ৫২ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। আসামের বোলার দর্শন রাজবংশী ৮৩ রানে তিনটি এবং আয়ুষ্মান মালাকার ১০৬ রানে দুইটি উইকেট পেয়েছেন। মুক্তার হোসেন ও রাহুল সিং পেয়েছেন একটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আসামের প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা তেমন দৃঢ়তাপূর্ণ শুরু করতে পারেননি। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৩ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান সংগ্রহ করে। প্রদ্যুন সইকিয়া ২৭ রান পেয়েছিল। গাদীগাউনকর তিন রানে এবং মুক্তার হোসেন এক রানে উইকেটে রয়েছেন। রাজ্যদলের বোলার অভিজিৎ সরকার ১০ রানে দুটি উইকেট পায়। মনি শংকর মুরাসিং এবং অজয় সরকার পেয়েছেন একটি করে উইকেট।

টিএফএ আয়োজিত বৈকুন্ঠ নাথ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু, শ্রেয়ার দশ গোল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ, রবিবার থেকে শুরু হয়েছে।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম খেলায় ত্রিপুরা পুলিশ ২-০ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানো অ্যাথলেটিকস ক্লাবকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের আয়তরমা দেববর্মা ও ফুদোলো দেববর্মা একটি করে গোল করেন। দিনের দ্বিতীয় খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ১৪ গোলের ব্যবধানে ডন বসকো মান্দাই-এর স্কুল কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে শ্রেয়া দেব একাই দশটি গোল করেছেন। এছাড়া, থানপুই ডার্লং হ্যাটট্রিক করেন। একটি মাত্র গোল করেছেন বাসন্তী রিয়াং।

বিকেল পাঁচটার পর ফ্লাডলাইটে আয়োজিত বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার ও জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের মধ্যে খেলাটি এক-এক গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে।

খেলার সাত মিনিটের মাথায় সুমিতা জমাতিয়া একটি গোল করে জম্পুইজলা কে এক-শূন্যতে এগিয়ে দিলেও ১৯ মিনিট বাদে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের নিশা জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে তৃতীয় গোলের সন্ধান কেউ পায়নি।

উল্লেখ্য, বেলা একটায় টুর্নামেন্টের খেলা শুরু হলেও বিকেল পাঁচটায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক শ্রীমতি কুন্তল দাস, প্রাক্তন ফুটবলার কল্পনা দেববর্মা, টিএফএফ এর সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি অমিত দেব, সচিব অমিত চৌধুরী, পৃষ্ঠপোষক প্রণব রায় প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যভিত্তিক অস্মিতা সিটি যোগাসন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা যোগাসন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবার অনুষ্ঠিত হলো খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মহিলাদের নিয়ে রাজ্যভিত্তিক অস্মিতা সিটি যোগাসন প্রতিযোগিতা। রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা থেকেই বাছাইকৃতরা আগামী দিন রাজ্যের হয়ে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। আগরতলা এনএসআরসিসিতে অনুষ্ঠিতরা এই রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৭৭ জন প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে। রবিবার সকালে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ সহ রাজ্য যোগা এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিনীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে পশ্চিম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, একদিনের এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিযোগিনীরা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরবেন। প্রতিযোগিতা থেকে বিজয়ীরা আগামী দিন জোনাল স্তরে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যাশা প্রতিযোগিনীরা আগামী দিন জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে। খেলার জগতেও রাজ্য সরকার মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে। তৃণমূল স্তর থেকে মহিলা ক্রীড়াবিদদের তুলে আনার জন্য রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

মেসির জোড়া গোল আর অ্যাসিস্টের রেকর্ড, প্রথমবার সেমিফাইনালে মায়ামি

প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপ প্লে-অফের কনফারেন্স সেমিফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। আজ 'বেস্ট অব থ্রি সিরিজের' প্রথম রাউন্ডের শেষ ম্যাচে নাশভিলকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মায়ামি। এই জয়ে জোড়া গোল করেছেন লিওনেল মেসি, সহায়তা করেছেন আরেকটিতে।

এর আগে 'বেস্ট অব থ্রি সিরিজের' প্রথম ম্যাচে মায়ামি জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে জিতেছিল নাশভিল। আজকের তৃতীয় ম্যাচ তাই দুই দলের জন্যই ছিল 'বাঁচামরার'। নাশভিলকে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়ে মায়ামি এখন কনফারেন্স সেমিফাইনাল খেলবে এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে।

চেজ স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে ইন্টার মায়ামি প্রথম এগিয়ে যায় ১০ মিনিটে।

প্রায় মাঝমাঠে নাশভিলের ম্যাথিউ কোরকোরানের ভুল পাস থেকে বল পেয়ে যান মেসি। সেই বল টেনে নিয়ে বক্সে ঢোকার আগমুহূর্তে মেসি চার ডিফেন্ডারের জটলার ভেতর থেকে শট নেন, বল যায় জালে।

৩৯তম মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসিই।

জর্দি আলবার লম্বা করে বাড়ানো বল নিয়ে মাতেও সিলভেত্তি নাশভিল বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। শেষ মুহূর্তে ব্যাক পাসে বল পাঠান পেছনে। প্রায় অরক্ষিত মেসির বক্সের বাইরে থেকে বল জালে পাঠাতে তেমন কষ্টই করতে হয়নি। এটি মেসির ক্যারিয়ারের ৮৯৪তম গোল।

দ্বিতীয়ার্ধে মায়ামির দুই গোলই করেছেন তাদেও আলেন্দে। ৭৩ মিনিটে জর্দি আলবা মেসির সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে টাচলাইনের কাছাকাছি চলে যান। এরপর ব্যাক পাসে বল জালের মুখে পাঠালে সহজেই গোল করেন আলেন্দে। দুই মিনিট পরই এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার দ্বিতীয় গোল করেন মেসির সহায়তায়। আর্জেন্টাইন অধিনায়কের চিপ করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে জালে পাঠান আলেন্দে। এটি মেসির ক্যারিয়ারের ৪০০তম অ্যাসিস্ট।

ব্যক্তিগত মাইলফলক স্পর্শের রাতে মেসি বেশি খুশি হওয়ার কথা দলের অর্জনে। গত বছর এমএলএস সাপোর্টার্স শিল্ড জিতলেও প্লে-অফের প্রথম রাউন্ড থেকেই বাদ পড়েছিলেন। এবার সেই ধাপ উতরে এখন কনফারেন্স সেমিফাইনালে খেলার অপেক্ষা। কনফারেন্স ফাইনালে ওঠার সেই লড়াই হতে পারে ২২ বা ২৩ নভেম্বর।

অজিদের বিরুদ্ধে জিতে ফের 'ট্রফিচোর' নকভিকে নিশানা সূর্যর, কী বললেন ভারত অধিনায়ক?

এশিয়া কাপ জয়ের পরও ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হয়নি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান থেকে সেই ট্রফি কার্যত চুরি করে পালিয়েছেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি মহসিন নকভি। সেই নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দুদেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে বিস্তর টানাপোড়েন চলছে। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের পর ফের নকভিকে কটাক্ষ করলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

শনিবার ব্রিসবেনের গাব্বায় টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ অবশ্য বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। যার ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল ভারত। এই নিয়ে শেষ তিনটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল টিম ইন্ডিয়া। সিরিজ জয়ের পর সূর্য বলছিলেন, "অবশেষে যে একটা ট্রফি ছুঁয়ে দেখতে পারছি, ব্যাপারটা দারুণ লাগছে। যখন ট্রফিটাকে হাতে নিলাম, দারুণ অনুভূতি হল।" সূর্যর ওই মন্তব্য যে পুরোপুরি নকভিকে কটাক্ষ করেই সেটা কারও বুঝতে বাকি রইল না।

একই সঙ্গে সদ্য মহিলাদের বিশ্বজয় নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ভারত অধিনায়ক। তিনি বললেন, "ক'দিন আগেই আর একটা ট্রফি আমাদের দেশে গিয়েছে। আমাদের মেয়েদের দল বিশ্বকাপ জিতেছে। সেই ট্রফিটাও দেশে পৌঁছে গিয়েছে। দারুণ অনুভূতি। এভাবে ট্রফিজয় এবং সেগুলি ছুঁতে পারাটা সত্যিই ভালো লাগছে।"

সামনে বছর টি-২০ বিশ্বকাপ। ভারতীয় দল প্রস্তুত হচ্ছে ঘরের মাটিতে বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে। দল কতটা প্রস্তুত? সূর্য বলছিলেন, "সবটা তৈরি বলব না। সবদিক থেকে প্রস্তুত বলে কিছু হয় না। দল প্রথম ম্যাচ হেরেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বোলিং বিভাগ জানত কাকে কী করতে হবে। বিশ্বকাপের আগে ২-৩টে সিরিজ আছে। স্কোয়াড বেছে নেওয়ার জন্য ম্যাচগুলি কাজে লাগবে।"

যোগার ৩ দিনের কোচিং ক্যাম্প আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১১ই নভেম্বর, মঙ্গলবার থেকে পশ্চিম জেলা যোগা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩ (তিন) দিনের যোগা কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে প্রান্তিক ক্লাবের যোগা হল ঘরে। এই উক্ত যোগা শিবিরে পশ্চিম জেলা যোগা দলের হয়ে রাজ্য ভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারী প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীনি প্রত্যেকে এই যোগা শিবিরে সকাল ৭ টায় প্রান্তিক ক্লাবে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে। পশ্চিম জেলা যোগা দলের ম্যানেজার বিপ্লব চন্দ, কোচ সুমিতা গোপ এবং বাপন দেবনাথ - উনাদের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।

অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ক্রিকেটে হিমাচলে পরাজয়ে শুরু ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় দিয়ে শুরু ত্রিপুরা। তাও প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশের কাছে হেরে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত পুরুষদের অনূর্ধ ২৩ রাজ্য এ ট্রফি এলিট ডি গ্রুপের। আজ, রবিবার থেকে জয়পুরে এই গ্রুপের খেলা শুরু হয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের দলনেতা সন্দীপ সরকার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে হিমাচল প্রদেশ ৪৮.৫ ওভারে ১৯০ রানে ইনিংস শেষ করে। দলনেতা মৃদুল সুরোচের ৫০ রান, দক্ষ নারায়ণ এর ৪০ রান এবং অতুল জয়সোয়ালের ৩৬ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের বোলার অমিত আলি ৩২ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া দীপেন বিশ্বাস দুটি এবং স্বরাভ সাহানি ও সন্দীপ সরকার পেয়েছেন একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দলের শুরুটা আশাপ্রদ হলেও মিডল ও টেল এন্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা হয়নি। ৪০.৩ ওভারে ১৪৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তন্ময় দাস সর্বাধিক ৩১ রান পায়। হিমাচলের সাহিল শর্মা ৫২ রানের বিনিময়ে একাই ছয়টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, ঋত্বিক কুমার পেয়েছেন দুটি উইকেট।

জাতীয় আসর: বন দপ্তরের খেলোয়ারদের জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ১২ই নভেম্বর থেকে দেরাদুনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বন দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে জাতীয় স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সর্বভারতীয় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবারো অংশ নেবে ত্রিপুরা। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বন দপ্তরে কর্মরত খেলোয়ারদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে চূড়ান্ত রাজ্য দল। রাজ্য দল দেরাদুনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে রবিবার বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ দপ্তরের আধিকারিকরা খেলোয়াড়দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শুধু তাই নয় এদিন রাজ্যের খেলোয়ারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খেলার জার্সি। শুভেচ্ছা বিনিময় ও জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এদিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় এবছর প্রত্যাশা অনুযায়ী রাজ্যের খেলোয়াড়রা ভালো ফলাফল করবে বলে আশা।

ত্রিপুরা শুটিং এসোসিয়েশনের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত ত্রিপুরা শুটিং অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সাধারণ সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর এক বেসরকারি হোটেলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তথা বিধায়ক পল দাংশু, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব, নর্থ ইস্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জন এফ. খারসিং সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং রাজ্যে শুটিং খেলাকে আরও প্রসারিত করার বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। সভাপতি পল দাংশু জানান, রাজ্যের প্রতিভাবান শুটারদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংগঠন কাজ করে চলেছে।অন্যদিকে, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে যুব সমাজকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। সভায় অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে এগিয়ে গেল নিউ জিল্যান্ড, তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৯ রানে জয় স্যান্টনারদের

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৯ রানে হারাল নিউ জিল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে নিউ জিল্যান্ড করে ৯ উইকেট ১৭৭ রান। জবাবে ১৯.৫ ওভারে ১৬৮ রানে শেষ ক্যারিবিয়ানদের ইনিংস। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন মিচেল স্যান্টনারেরা।

টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন স্যান্টনার। ইনিংসের শুরুটা ভালই করেছিলেন নিউ জিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে এবং টিম রবিনসন। তবু পরের দিকে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় প্রত্যাশা মতো রান তুলতে পারল না কিউয়িরা। কনওয়ে ৬টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে ৩৪ বলে ৫৬ রান করেন। রবিনসন করেন ২১ বলে ২৩। তিন নম্বরে নেমে রাচিন রবীন্দ্রও আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন। যদিও বড় রান পাননি। তিনি করেন ১৫ বলে ২৬। মারেন ৪টি চার। চার নম্বরে নামা ডারিল মিচেলের ব্যাট থেকে এসেছে ২৪ বলে ৪১ রানের ইনিংস। ২টি চার এবং ৩টি ছয় মারেন তিনি। পাঁচ নম্বরে নেমে মাইকেল ব্রেসওয়েল ১০ বলে ১১ করেন। নিউ জিল্যান্ডের আর কোনও ব্যাটার দু'অঙ্কের রান করতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফলতম বোলার ম্যাথু ফোর্ড ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জেসন হোল্ডার ২ উইকেট নেন ৩১ রান দিয়ে। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন রোমারিয়ো শেফার্ড এবং শামার স্প্রিংগার।

জবাবে ব্যাট করে নেমে প্রথম থেকেই ধারাবাহিক ভাবে উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আমির জাঙ্গু (৫), সাই হোপ (১), শেরফান রাদারফোর্ড (২), রভম্যান পাওয়েল (২), হোল্ডারেরা (৩) পর পর আউট হয়ে যান। এর মধ্যেই ২২ গজের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন অ্যালিক অ্যাথানজে, আকিম অগাস্ট। ওপেনার অ্যাথানজে ২৩ বলে ৩১ রান করেন। ৫টি চার এবং ১টি ছক্কা মারেন তিনি। অগাস্টের ব্যাট থেকে এসেছে ১৬ বলে ২৪। ২টি চার, ১টি ছয় মারেন অগাস্ট। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাজঘরে জয়ের আশা তৈরি করে শেফার্ড এবং স্প্রিংগার জুটি। আট নম্বরে নেমে শেফার্ড খেলেন ৩৪ বলে ৪৯ রানের ইনিংস। মারেন ৪টি চার এবং ৩টি ছয়। ১০ নম্বরে নামা স্প্রিংগারের ব্যাট থেকে এসেছে ২০ বলে ৩৯ রান। ৩টি করে চার এবং ছয় মারেন স্প্রিংগার। নবম উইকেটের জুটিতে তাঁরা তোলেন ৭৮ রান।

নিউ জিল্যান্ডের সফলতম বোলার ইশ সোধি ৩৪ রানে ৩ উইকেট নেন। জ্যাকব ডাফির ৩৬ রানে ৩ উইকেট। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন কাইল জেমিসন, মাইকেল ব্রেসওয়েল এবং স্যান্টনার।

অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজের সেরা হয়েছেন! বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন দেখা অভিষেককে তবু সতর্ক করলেন ইরফান

এশিয়া কাপের পর অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ফর্ম দেখিয়েছেন অভিষেক শর্মা। সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন। সিরিজের সেরা ক্রিকেটার হয়ে জানিয়েছেন, এখন থেকেই আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তবে তার আগে অভিষেককে সতর্ক করলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান। তাঁর মতে, অভিষেককে বুঝতে হবে, কোন বলে তিনি মারবেন আর কোন বল ছাড়বেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অভিষেককে নিয়ে মুখ খুলেছেন ইরফান। তিনি বলেন, "অভিষেক ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে। সেটা খুব ভাল। কিন্তু ওকে বল বাছতে হবে। প্রতি বলে ও উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে বড় শট মারতে যায়। এতে বোলারেরা ওর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করতে পারবে। বিশেষ করে যে বোলারদের বৈচিত্র বেশি তারা ওকে সমস্যায় ফেলবে। তাই ওকে বোলার বাছতে হবে। কোন বলে মারবে আর কোন বল ছাড়বে সেটাও বাছতে হবে। আগ্রাসন ভাল, তবে তার সঙ্গে পরিকল্পনাও থাকতে হবে।"

খুব একটা ভুল বলেননি ইরফান। এই সিরিজেই সেটা দেখা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার জশ হেজলউডের বল খেলতে সমস্যা হচ্ছিল অভিষেকের। শুরুতে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক বল মন্থর করেছেন বোলারেরা। এতে তাঁর স্বাভাবিক শট খেলতে সমস্যাও হয়েছে। সেই বিষয়ে হেজলউড বলেন, "এটাই তো হয়। কোনও ব্যাটার শুরুতে খুব ভাল খেলে। বোলারেরা তাকে নিয়ে গবেষণা করে। তার শক্তি, দুর্বলতা খতিয়ে দেখে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করে। তাই ব্যাটার নিজেকে না বদলালে দীর্ঘ দিন এক ভাবে খেলা সম্ভব নয়।" সেই কথাই বলেছেন ইরফান।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে সবচেয়ে বেশি ১৬৩ রান করেছেন অভিষেক। ৪০.৭৫ গড় ও ১৬১.৩৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। তবে বড় রান তাঁর ব্যাট থেকে দেখা যায়নি। আক্রমণাত্মক খেললেও অসি বোলারেরা তাঁকে আউট করতে পেরেছেন। ইরফানের মতে, ভারতকে বিশ্বকাপ জিততে হলে অভিষেককে ভাল খেলতে হবে। সব রকম পরিস্থিতির জন্য অভিষেককে তৈরি থাকতে হবে। তাই তাঁকে সতর্ক করেছেন ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা ইরফান।

প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ জেমাইমা, বিগ ব্যাশ লিগের প্রথম ম্যাচে রান পেলেন না ভারতের বিশ্বকাপজয়ী ব্যাটার

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন জেমাইমা রদ্রিগেজ। দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছেন বিগ ব্যাশ লিগ খেলতে। ব্রিসবেন হিটের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে অবশ্য রান পেলেন না ভারতের মিডল অর্ডার ব্যাটার।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা বিদেশের লিগে খেলার অনুমতি না পেলেও জেমাইমাদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা নেই। তাঁরা অন্য দেশের লিগে খেলতে পারেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) অনুমতি নিয়ে। বিশ্বকাপের পর জেমাইমা গিয়েছেন মহিলাদের বিগ ব্যাশ লিগ খেলতে। রবিবার ব্রিসবেন হিটের হয়ে খেলতে নামেন মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিরুদ্ধে। ওপেনার চার্লি নট (৪) আউট হওয়ার পর তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন জেমাইমা। সে সময় ২২ গজের অন্য প্রান্তে ছিলেন নাদিন ডি ক্লার্ক।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলা জেমাইমাকে নিয়ে আগ্রহ ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। কিন্তু প্রত্যাশাপূরণ করতে পারলেন না তিনি। ৯ বলে ৬ রান করে আউট হয়ে যান। একটিও চার বা ছয় মারতে পারেননি। তাঁকে আউট করেন মেলবোর্নের সফলতম বোলার অ্যালিস ক্যাপসি (২২/৩)। দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার ক্লার্ক খেলেছেন ৩৮ বলে ৪০ রানের ইনিংস। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৫টি চার এবং ১টি ছয়। ২০ ওভারে ১৩৩ রানে শেষ হয় ব্রিসবেনের ইনিংস।

গত মরসুমে ব্রিসবেনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন জেমাইমা। ১০টি ম্যাচে করেছিলেন ২৬৭ রান। এ বারও তাঁকে ধরে রেখেছেন ব্রিসবেন কর্তৃপক্ষ। যদিও প্রথম ম্যাচে প্রত্যাশাপূরণ করতে পারলেন না ২৪ বছরের ব্যাটার।

বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মূল্যবান বিভিন্ন ধারণা তাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, এই সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং রাজ্যকে আরও সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিতে অবিচল রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা পূরণে নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রশাসনিক এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

মাছ কিনে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য লালছড়া রায়পাড়ায়

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: খোয়াই জেলার লালছড়া রায়পাড়ায় এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল এলাকা। রবিবার সকালে বাজার থেকে মাছ কিনে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এক ব্যক্তি। মৃতার নাম শিল্পী রায় (৫৬)। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া ও চাঞ্চল্য। জানা গেছে, এদিন সকালে প্রায় ৭টা নাগাদ স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসে সকালের চা পান করেন। এর পর স্বামী বাজারে মাছ কিনতে যান। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন ঘরে ঢুকে দেখতে পান স্ত্রীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের খবর দেন।

মৃতার স্বামী জানান, বাড়িতে কোনো ঝামেলা বা অশান্তি ছিল না। স্ত্রী কেন এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন শিল্পী রায়। সেই কারণেই সম্ভবত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে লালছড়া রায়পাড়ায়।

আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে গাঁজা সহ এক যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর: শনিবার রাত প্রায় ৮টার সময় আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে এক যুবককে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে জিআরপি।

ধৃত ব্যক্তির নাম অভিজিৎ সিনহা (২৪), পিতা প্রয়াত গান্ধী সিনহা, বাড়ি রাজারগাঁও, ডাকঘর ও থানা পথেরকান্দি, জেলা করিমগঞ্জ, রাজ্য আসাম।

জিআরপি সূত্রে জানা গেছে, তল্লাশির সময় অভিজিৎ সিনহার কাছ থেকে দুটি ব্যাগ, একটি মোবাইল ফোন এবং একটি আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়। ওই দুই ব্যাগের ভিতর থেকে মোট ২২.৫৮০ কিলোগ্রাম সন্দেহভাজন গাঁজা উদ্ধার হয়, যার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক ৩.৫ থেকে ৪ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করে গাঁজাসহ অন্যান্য সামগ্রী জব্দ করে পুলিশ। এ বিষয়ে আগরতলা জিআরপি থানায় এনডিপিএস আইন ১৯৮৫ এর ধারা ২০(বি)(ii)(সি)/২৯ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মামলা (কেস নং--- ২০২৫জিআরপি১০৭) রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবককে রবিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং ঘটনার পেছনে জড়িত অন্যদের সন্ধানেও তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাজভবনে উত্তরাখন্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি , আগরতলা, ৯ নভেম্বর: রাজভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আজ সকালে উত্তরাখন্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই দিবস পালন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ এই দিনটি রাজভবনে পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু উত্তরাখন্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা তুলে ধরেন। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিতে উত্তরাখন্ড রাজ্যের মানুষের অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরে তিনি বিকশিত ভারত গঠনে তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গৌরব ছাম্ভোলা এবং ভুপেন্দ্র সিং পাংতে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত উত্তরাখন্ডবাসীকে সংবর্ধনা জানান। রাজ্যপালের যুগ্ম সচিব রতন ভৌমিক সহ আধিকারিকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বন্দেমাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কৈলাশহরে অনুষ্ঠান

কৈলাশহর, ৯ নভেম্বরঃ উনকোটি জেলার কৈলাশহরের আইটিআই মাঠে আজ বিজেপি উনকোটি জেলা কমিটির উদ্যোগে পালিত হলো বন্দেমাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথিদের হাতে ভারত মাতা ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মফস্বর আলী, জেলা পরিষদের সদস্য শ্যামল দাস ও বিমল কর, এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দীপক পাল।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একসঙ্গে ১৫০ জন শিল্পীর পরিবেশিত "বন্দেমাতরম" গান, যা উপস্থিত দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থামোট দশটি সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনা করা হয়।

বেহাল রাস্তা, চরম দুর্ভোগে বড়জোস মণিপুরী পাড়ার মানুষ

সংস্কারের আশ্বাস দিলেন বিধায়ক নয়ন সরকার

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: উত্তর বামুটিয়া পঞ্চায়েতের বড়জোস মণিপুরী পাড়ার একমাত্র সংযোগ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে মেরামতের অভাবে চরম বেহাল অবস্থায় রয়েছে। ফলে প্রতিদিনই চরম দুর্ভোগের মুখে পড়ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্ষাকালে রাস্তাটি কাদা ও গর্তে ভরে যায়, যার ফলে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ পর্যন্ত চলাচলে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হন। এমনকি অসুস্থ রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে স্থানান্তর করতেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরা।

এ বিষয়ে এলাকার বিধায়ক নয়ন সরকার জানান, স্থানীয় নাগরিকদের দাবি মেনে রাস্তা নির্মাণের জন্য তিনি ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছেন। প্রশাসনিক স্তরে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান।

গ্রামবাসীরা আশা প্রকাশ করেছেন, দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটিয়ে খুব শিগগিরই রাস্তাটি সংস্কার করা হবে।

রাজ্যজুড়ে বিজেপির ইউনিটি মার্চ কর্মসূচি ঘোষণা

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: রাজ্যব্যাপী ইউনিটি মার্চ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। রবিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কর্মসূচির বিস্তারিত ঘোষণা করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

তিনি জানান, গত ৩১ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে 'একতা দৌড়' কর্মসূচির মাধ্যমে একতা অভিযানের সূচনা করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, বিভিন্ন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং দলীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজীব ভট্টাচার্য জানান, আগামী ১০ নভেম্বর থেকে রাজ্যের দশটি সাংগঠনিক জেলায় শুরু হবে ইউনিটি মার্চ কর্মসূচি। প্রতিটি মার্চ ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে সম্পন্ন হবে।

প্রথম ইউনিটি মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ১০ নভেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ থেকে হাপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা সহ রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী ও বিধায়করা। পরবর্তী তারিখগুলোতে বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচি পালিত হবে।

১২ নভেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা ও সিপাহীজলা জেলা, ১৪ নভেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, ১৮ নভেম্বর: ঊনকোটি ও খোয়াই জেলা, ২০ নভেম্বর: গোমতী জেলা।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি জানান, এই ইউনিটি মার্চের মূল লক্ষ্য হলো 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গঠনের অঙ্গীকার নেওয়া। পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত অভিযানসহ একাধিক সামাজিক উদ্যোগও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির একতা মার্চ মূলত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শকে স্মরণ করার উদ্যোগ। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর গুজরাটে জন্মেছিলেন সর্দার প্যাটেল, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৪৭ সালে দেশের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি আরও বলেন, ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা ঐতিহাসিক। তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ত্রিপুরা সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু কাঞ্চন প্রভা দেবী ও সর্দার প্যাটেলের সদিচ্ছায় ত্রিপুরা ভারতের অংশ হতে সক্ষম হয়। তাই তাঁর জন্মজয়ন্তী ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।

ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি দশম বিলোনীয়া মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৯ নভেম্বর:-ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি দশম বিলোনীয়া মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার বিলোনীয়া করুনা রায় স্মৃতি হলে হয় ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি দশম বিলোনীয়া মহকুমা সম্মেলন। সম্মেলনের শুরুতে সিপিআই (এম) বিলোনীয়া মহকুমা অফিসের সামনে থেকে মিছিল বিলোনীয়া শহর পরিক্রমা করে সিপিআই (এম) মহকুমা অফিস প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে পার্টির মহকুমা অফিস প্রাঙ্গনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক। শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান নেতৃত্বরা।

বেনু বিশ্বাস স্মৃতি মঞ্চে, ভাগ্যধর মজুমদার, ভজন দাসকে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী করে, শোক প্রস্তাব পাঠ করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। ১৬৯ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি রাজ্য সভাপতি রতন ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস, সভা সুন্দর উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্পাদক প্রিয়তোষ দাস, গন আন্দোলনের নেতা বাসুদেব মজুমদার, বিজয় তিলক সহ সংগঠনের নেতৃত্ব কর্মি সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃত্বরা বলেন দেশের একতা সংহতি বিপদ গ্রস্থ। সংবিধান আক্রান্ত। মানুষের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

গার্হস্থ্য হিংসার জেরে স্বামীর হাতে খুন তরুণী বধূ, অভিযোগ

আগরতলা, ৯ নভেম্বর: আমতলী থানার অন্তর্গত আশ্রমপাড়ায় মর্মান্তিকভাবে খুন হলেন তরুণী গৃহবধূ বিউটি দাস। প্রাথমিকভাবে ধারণা, গার্হস্থ্য হিংসার জেরেই স্বামী জগন্নাথ দাস স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আমতলী থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছর ধরে আমতলী আশ্রমপাড়ায় নন্দিতা রায়ের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন দম্পতি জগন্নাথ দাস ও তার স্ত্রী বিউটি দাস। স্থানীয় সূত্রে খবর, দম্পতির মধ্যে প্রায়ই বচসা ও অশান্তির ঘটনা ঘটত, তবে কেউ তা গুরুত্ব দেননি।

রবিবার সকালে স্থানীয়দের ডাকেন জগন্নাথ দাস। তিনি প্রতিবেশীদের জানান, তার স্ত্রী কোনো সাড়া দিচ্ছেন না। তড়িঘড়ি করে বিউটিকে হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় নেমে আসে চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমতলী থানার পুলিশ, ডগ স্কোয়াড ও ফরেনসিক টিম। তারা বাড়ি ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কারণে বচসা বাঁধে এবং সেই থেকেই রাগের মাথায় স্ত্রীকে হত্যা করে জগন্নাথ দাস।এলাকাবাসীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার শব্দ শোনা যেত, তবে কেউ ভাবেননি যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতে পারে। বর্তমানে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা আমতলী এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোক ও ক্ষোভের ছায়া।

এসআইআর ও এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভ আমরা বাঙালীর

"বন্দেমাতরম স্রষ্টার জাতিকে রাষ্ট্রহীন করার চেষ্টা চলছে" এসআইআর ও এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভে 'আমরা বাঙালী' দলের ক্ষোভ

আগরতলা, ৯ নভেম্বরঃ এস আই আর ও এন আর সি—র প্রতিবাদে রবিবার রাজধানীর 'আমরা বাঙালী' রাজ্য কার্যালয়ের সামনে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, কেন্দ্র সরকার বাঙালিদের রাষ্ট্রহীন করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে।

দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল বলেন, সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' গানটির সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের নামে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার রাজনৈতিক লাভের চেষ্টা করছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, "যে দল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইংরেজপন্থী বলে অপমান করে, 'আমার সোনার বাংলা' গাওয়াকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলে আখ্যা দেয়, সেই দল আজ বন্দেমাতরম উদযাপন করছে নির্বাচনের আগে বাঙালীর মন জয় করার আশায়।"

গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল আরও বলেন, বন্দেমাতরম ছিল পরাধীন ভারতের বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের বীজমন্ত্র, ভোটের হাতিয়ার নয়। তাঁর বক্তব্যে তীব্র সমালোচনার সুরে তিনি অভিযোগ করেন, "যারা বন্দেমাতরম স্রষ্টার জাতিকে রাষ্ট্রহীন করার জন্য এনআরসি ও এসআইআর প্রয়োগ করছে, তাদের বন্দেমাতরম স্মরণ মেকী বাঙালী দরদ ছাড়া কিছু নয়।"

তিনি আরও বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভূমির মুক্তির আহ্বান জানিয়ে এই গানটি লিখেছিলেন, অথচ আজ সেই বঙ্গভূমি দেশীয় ক্ষমতালোভী শাসকের কারণে বিলীন হতে বসেছে। দেশভাগ ও পরবর্তী রাজনীতিতে বাঙালিদের চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে বলেন, যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বাধিক আত্মবলিদান দিয়েছে, সেই জাতিই আজ পরাধীন ভারতের চেয়েও খারাপ অবস্থায়।

গৌরাঙ্গবাবু অভিযোগ করেন, এনআরসি ও এসআইআর প্রয়োগ করে সরকার বাঙালিকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করছে। তাঁর দাবি, বিহারে এসআইআর চালুর পর প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, অথচ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী বা রোহিঙ্গাদের শনাক্তের কোনও প্রমাণ নেই।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে কি ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের স্লোগান তুলে বিরোধী ভোটারদের নাম বাদ দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য? তাঁর অভিযোগ, দেশের বহু প্রান্তে প্রকৃত ভোটাররাও নথিপত্রের জটিলতায় হয়রানির শিকার হচ্ছেন, কেউ কেউ আতঙ্কে আত্মহত্যাও করেছেন।

অসমের এনআরসি—র অভিজ্ঞতা টেনে তিনি বলেন, অনেকে নিজেদের সম্পদ বিক্রি করেও নাম তুলতে পারেননি, ফলে আজও লাখ লাখ মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এসআইআর—এর জন্য ১১টি ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে, যা দেশভাগের বলি বহু বাঙালির কাছেই নেই।

গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল আরও বলেন, সরকার মুখে হিন্দুদের নিরাপত্তার কথা বললেও, বাস্তবে তাদেরও হয়রানি করা হচ্ছে। কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। আচ্ছা দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সরকার সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করেছে।

তিনি অভিযোগ করেন, নোটবন্দি থেকে শুরু করে আধার—ভোটার কার্ড সংযুক্তি পর্যন্ত সব পদক্ষেপই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত করার জন্য। আজ বাঙালীদের নাগরিকত্ব সন্দেহের মুখে ফেলে, অনুপ্রবেশকারীর তকমা দিয়ে সরকার তাদের দমন করতে চাইছে, বলেন তিনি।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে দলের নেতারা বলেন, যে জাতি বন্দেমাতরম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরি, সেই জাতিই আজ সারা ভারতে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে বাঙালী—বিদ্বেষী রাজনৈতিক দলের কারণে। তাঁদের আশঙ্কা, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া মানুষ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে স্থান পেতে পারেন।

দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও বাঙালির নাগরিক অধিকারের সুরক্ষায় সর্বভারতীয় আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশালগড়ে বনদপ্তরের অভিযানে অবৈধ স-মিল ও জেনারেটর উদ্ধার, পালাল বনদস্যুরা

বিশালগড়, ৯ নভেম্বরঃ বিশালগড় মহকুমার উত্তম ভক্ত চৌমুহনী এলাকায় বনদপ্তরের অভিযানে উদ্ধার হলো একটি অবৈধ স-মিল ও একটি জেনারেটর। বনদপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে মহকুমা জুড়ে বনদস্যুদের তৎপরতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চড়িলাম ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের ইনচার্জ বিজয় ঘোষ বিশেষ অভিযান চালান। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বনকর্মীদের একটি দল গভীর জঙ্গলে হানা দিয়ে অবৈধভাবে স্থাপিত স্মেইলটি সনাক্ত করে। তবে অভিযানের খবর পেয়ে বনদস্যুরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েকদিন আগেই বিজয় ঘোষ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি বিশালগড় মহকুমা জুড়ে একাধিক অভিযান পরিচালনা করে বনজ সম্পদ রক্ষায় তৎপর ভূমিকা পালন করছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার কিছু যুবক রাজনৈতিক পরিচয়কে আশ্রয় করে অবৈধ বনকাটার কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা রাতের অন্ধকারে বনজ সম্পদ কেটে বাজারে চোরাই পথে বিক্রি করছে। বনদপ্তরের আধিকারিক বিজয় ঘোষ বলেন, "আমরা জীবন দিয়ে হলেও বনজ সম্পদ রক্ষা করব। কোনোভাবেই অবৈধ বনকাটার কাজ বরদাস্ত করা হবে না।"

বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

আত্মনির্ভর ভারত ও স্বদেশী অঙ্গীকারে যুব মোর্চার ধর্মনগর মন্ডল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ নভেম্বর: আত্মনির্ভর ভারত ও স্বদেশী অঙ্গীকারে যুব মোর্চার ধর্মনগর মন্ডল সম্মেলন অনুষ্ঠিত। আত্মনির্ভর ভারত, স্বদেশী অঙ্গীকার" এই মূল স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হলো ৫৬ নম্বর ধর্মনগর মন্ডল যুব মোর্চা সম্মেলন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর জেলা কমিটি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার ধর্মনগর মন্ডল সভাপতি রাহুল কিশোর রায়, বিজেপি ধর্মনগর মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ, মন্ডল সহ-সভাপতি জগতজোতি দেব, ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি দাস সেনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ আজ আত্মনির্ভর ভারতের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। দেশের যুবসমাজকে এই অভিযানে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো ও স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।সম্মেলনে আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি নির্ধারণের পাশাপাশি যুবসমাজকে জাতি গঠনের মূল ধারায় যুক্ত করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মেলাঘর থানার পুলিশের বিরাট সাফল্য, ৭২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

মেলাঘর, ৯ নভেম্বর : নেশা বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য অর্জন করল মেলাঘর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈবান্দাল গামাইছড়া রাবার বাগানে অভিযান চালিয়ে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা একাধিক ড্রাম থেকে ৭২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে অংশ নেয় মেলাঘর থানার পুলিশ, টিএসআর ও এসটিএফ বাহিনী। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই অভিযানে বিশাল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas